বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>083 >> 15 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৮৩ >> << ১৫ই, পৌষ ১৪৩০>>

মুম্বাই শহরে পার্সি বাইকারদের জোট

মুম্বই ঃ কাজকর্ম, ব্যস্ততার মাঝে নিজস্ব কোনো শখ মেটানোর আনন্দই আলাদা। মুম্বই শহরে পার্সি সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ রোববার সকালে নিজেদের ভিন্টেজ মোটরসাইকেল নিয়ে পথে বেরিয়ে জীবন উপভোগ করেন। ভিন্টেজ মোটোরসাইকেলের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা। মোটরসাইকেল চালানোর অনাবিল আনন্দ। সেইসঙ্গে ভারতের মুম্বাই শহরে ক্লাসিক যানগুলির সঙ্গে অটুট বন্ধন। শহরের কোলাবা এলাকার কুসবো বাগে রোববার যেন পবিত্র দিন। কারণ 'ভিন্টেজ জোরোয়াস্ট্রিয়ান বাইকার্স অফ বম্বে' গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের সাপ্তাহিক আচারের জন্য মিলিত হন। ভিন্টেজ ক্লাসিক মোটরসাইকেল নিয়ে তাঁরা শহরের রাজপথে বেরিয়ে পড়েন। ভিন্টেজ মোটারসাইকেল সংগ্রহকারী হিসেবে ফাররোখি বেংগলি বলেন, ''আমি ১৯৬৬ সাল থেকে মোটরসাইকেল চালাচ্ছি। আমার নিজের মালিকানায় প্রায় ২২টি ব্রিটিশ মডেল রয়েছে। হিসেব রাখতে পারি না। এই বয়সেও চালাতে খুব ভালো লাগে। এই নেশা তারুণ্য ধরে রাখে।'' আসলে ফাররোখি বেংগলির মোটরসাইকেল সংগ্রহের কারণেই ভিজেডজেডবি গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়েছিল। সহপ্রতিষ্ঠাতা সেরেয়াস জেন্ডের মাথায় আচমকা সেই আইডিয়া এসেছিল। তিনি বলেন, ''আমি অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে মোটরসাইকেলের প্রতি প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছি। মিস্টার বেংগলি আমার প্রেরণা ছিলেন। কিশোর হিসেবে কাসরো বাগের পার্সি কলোনির মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময়ে পথের ধারে রাখা তাঁর মোটরসাইকেলের সংগ্রহ দেখতে পেতাম। জানতাম, সেগুলি অতীত যুগের চিহ্ন।

বাজার দর

SENSEX : 72240.26 -170.12
NIFTY : 21731.40 -47.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
23.00 °c	11.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .13 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .30 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতী ঘোষের কাছ থেকে উদ্ধার টাকা বন্যায় নষ্ট

কলকাতা ঃ নতুন রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গে। ভারতী ঘোষসহ পুলিশ অফিসারদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা দুই কোটি টাকা বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে। উদ্ধার করা টাকা রাখা ছিল ঘাটাল মহকুমা অফিসের ট্রেজারিতে। রিপোর্ট বলছে, এই টাকা বন্যার জলে নষ্ট হয়ে গেছে। ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট বা সিআইডি বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ভারতী ঘোষ একসময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি মমতাকে 'মা' বলেও ডেকেছিলেন। তিনি মুকুল রায়েরও খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মুকুল রায় বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেয়ার পর ২০১৭ সালে ভারতী ঘোষ স্বেচ্ছাবসর নিয়ে নেন। তার আগে অবশ্য তাকে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারের পদ থেকে সরিয়ে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের থার্ড ব্যাটেলিয়নের কমান্ডান্ট করা হয়েছিল। দ্য প্রিন্টের রিপোর্ট বলছে, ২০১৮ সালের পর ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে ১৯টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর মধ্যে হত্যার চেষ্টা, সরকারি তথ্য ফাঁস, দাঙ্গা, আয়ের তুলনায় বেশি সম্পত্তির অভিযোগ করা হয়েছিল। সেনা প্রতারণা মামলায় তার নাম জড়ায়। তখনই ভারতী ঘোষ ও তার ঘনিষ্ঠ পুলিশ অফিসারদের কাছ থেকে দুই কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানায়। ২০১৯ সালে রাজ্য বিজেপি ভারতী ঘোষকে তাদের মুখপাত্র করে। পুলিশ সূত্র দাবি করেছে, নোটবন্দির সময় পাঁচশ ও হাজার টাকার নোট দিয়ে ভারতীরা সোনা কিনেছিলেন। বাকি কিছু নোট থেকে গিয়েছিল। সেই নোটই উদ্ধার করা হয়েছিল এবং ট্রেজারিতে রাখা হয়েছিল। এখন বন্যায় সেই টাকা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ট্রেজারিতে রাখা অন্যদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া টাকা মেদিনীপুর আদালতে রাখা হচ্ছে। ঘাটাল এমনিতে বন্যাপ্রবণ জায়গা। প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়। কিন্তু ট্রেজারিতে জল ঢুকে টাকা নষ্ট হওয়াটা রীতিমতো গুরুতর বিষয়। এই ট্রেজারি হলো মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে। দাবি করা হচ্ছে, ২০২১ সালে বন্যার জল ট্রেজারির দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। তখনই টাকা নষ্ট হয়। ঘাটাল বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুজিত হাজরা আনন্দবাজারকে বলেছেন, বন্যার জলে টাকা নষ্ট হলে তখন কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, তা তদন্তের পর বোঝা যাবে। কেউ দায় এড়াতে পারবে না। প্রবীণ সাংবাদিক আশিস গুপ্ত ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''প্রশাসন কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হলে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, সেটা ভেবে দেখা দরকার। ২০২১ সালের বন্যায় টাকা নষ্ট হলে এখন তা নিয়ে তদন্ত হয় কী করে? সঙ্গে সঙ্গে কেন হলো না?'' তার প্রশ্ন, ''বন্যার জল ঢুকছে দেখেও কেন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি? ট্রেজারিতে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র থাকে। সেখানে এই টুকু সতর্কতা থাকবে না? তদন্তের পর এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া দরকার। এটাও জানা দরকার সেই নষ্ট টাকার কি কোনো চিহ্নই নেই?''

উত্তর ভারতজুড়ে প্রবল ধোঁয়াশা, বাতিল ফ্লাইট

নয়া দিল্লি ঃ প্রবল শীত এবং কুয়াশায় আচ্ছন্ন উত্তর ভারতের একটি বড় অংশ। দিল্লি বিমানবন্দরে একের পর এক ফ্লাইটের সময় বদলাচ্ছে।

কোনো ফ্লাইট বাতিল করা হচ্ছে, কোনো ফ্লাইটের সময় পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ অবস্থা দিল্লি বিমানবন্দরে। বৃহস্পতিবারের হিসেব হলো, দিল্লিতে ১৩৪টি উড়ানের সময় বদলানো হয়েছে। এর মধ্যে ২৮টি আন্তর্জাতিক উড়ান দিল্লিতে আসছিল। ৩৫টি ফ্লাইট দিল্লি ছেড়ে যাচ্ছিল। দেশের ভিতর চলাচলের ক্ষেত্রে ৪৩ টি বিমান দিল্লি ছেড়ে যাচ্ছিল এবং ২৮টি বিমান দিল্লিতে আসছিল।বিমানবন্দর জানিয়েছে, সময় সময় দৃশ্যমানতা শূন্যে পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে দিল্লি অভিমুখে আসা বিমানকে ঘুরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল। দিল্লি বিমানবন্দরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হচ্ছে বহু বিমানকে। চাপ বাড়ছে বিমানবন্দরের ভিতর। বহু যাত্রী ফ্লাইটের অপেক্ষায় বসে আছেন।

একই অবস্থা রেল স্টেশনেও। বৃহস্পতিবার ২২টি ট্রেন বিলম্বিত হয়েছে। কোনো কোনো ট্রেন ২৪ ঘণ্টা দেড়িতে চলছে। মাঝ রাস্তায় কুয়াশার কারণে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে বহু ট্রেন।

এই পরিস্থিতিতে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন কুয়াশা কাটার কোনো সম্ভাবনা নেই। বস্তুত, কুয়াশা নিয়ে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। সঙ্গে জানানো হয়েছে, শৈত্যপ্রবাহ চলতে থাকবে। দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে এমন অবস্থা থাকবে।

কুয়াশা বাড়লেও দিল্লির বায়ু দূষণের পরিমাণ গত কয়েকদিনে কিছুটা নেমেছে। একিউআই ৩৫০ এর আশপাশে আছে। এক সপ্তাহ আগেও যা প্রায় ৪০০'র কাছাকাছি ছিল। পাঞ্জাব হরিয়ানায় এমন কুয়াশা আরো অন্তত পাঁচদিন থাকবে বলে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর সতর্কতা জারি করেছে। এর ফলে হাইওয়েগুলিতেও গাড়ির যানজট তৈরি হয়েছে। প্রায় প্রতিটি এক্সপ্রেসওয়েতে সতর্কতা জারি হয়েছে। গাড়ির ইমার্জেন্সি লাইট জ্বালিয়ে চালানোর পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত বড় কোনো দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

কোন্দলে কোপ কার্নিভালে, হস্তক্ষেপ নেতৃত্বের

কলকাতা ঃ শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বড়দিনের উৎসব। বিবাদ মিটিয়ে উৎসব ফের চালু করতে হস্তক্ষেপ করতে হল মুখ্যমন্ত্রীকে।

হাওড়ার ইকো পার্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ক্রিসমাস কার্নিভাল। তাতে ছন্দপতন ঘটল মন্ত্রী ও পুর প্রশাসকের দ্বন্দ্বে। নতুনভাবে সংস্কার হওয়া পার্কে শুরু হয়েছিল বড়দিনের উৎসব। ভিড় জমার সঙ্গে সঙ্গে কেনাকাটাও হচ্ছিল ভালো। কিন্তু গতবুধবার তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোলের জেরে বন্ধ হয়ে যায় কার্নিভাল। শিবপুরের বিধায়ক ও রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে হাওড়ার পুর প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী প্রকাশ্যেই বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। কার্নিভালে আসা মানুষজনের কাছ থেকে পার্কিং ফি আদায় করা নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত। অভিযোগ, পুরো প্রশাসকের ঘনিষ্ঠদের নির্দেশে সাইকেল, বাইক রাখার জন্য ফি আদায় করা হচ্ছিল। এ নিয়ে 'প্রতিবাদ' জানাতে সদলে রাস্তায় নামেন মনোজ। হাওড়া পুরসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার বচসা হয়। ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলে খেলা মনোজের দাবি, তার এলাকার কর্মসূচি ভেস্তে দিতে চক্রান্ত করা হয়েছে। গন্ডগোলের পরই নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বড়দিনের উৎসব বন্ধ করে দেন সুজয় চক্রবর্তী। পুরসভা পার্কিং ফি আদায় করছিল না বলে তারা দাবি করেন। উৎসব হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় মানুষজন ক্ষুব্ধ হন। এই বিবাদে হস্তক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উৎসবের ফের চালু করার নির্দেশ দেন। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য হাওড়ায় পাঠান রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। গত বৃহস্পতিবার অরূপের সামনে দুই শিবির বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এর মধ্যে মনোজ ও সুজয়ও ছিলেন। অরূপ দুই নেতার সঙ্গে কথা বলার পর সমঝোতা সূত্র মেলে, কার্নিভাল আবার শুরু হয়। হাতাহাতির পর ফুলের স্তবক বিনিময় করতে দেখা যায় সুজয় ও মনোজকে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুজনকে পুলিশ শুক্রবার গ্রেপ্তার করেছে। তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোনো নতুন বিষয় নয়। নিয়মিতই এর নমুনা সামনে আসে। এর জেরে খুনের অভিযোগ পর্যন্ত উঠেছে। রামপুরহাট গণহত্যা থেকে সাম্প্রতিক কালের জয়নগর, ঘটনায় বিরাম নেই।

২০২৩ সালে ভারতের সাফল্যের পাল্লাই ভারি

নয়া দিল্লি ঃ বিদায়ী বছরে অর্থনীতি চাঙ্গা ছিল, রাজনীতিতে ছিল ঘটনার ঘনঘটা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য ছিল, কিছু চিন্তাজনক ঘটনাও ছিল। প্রত্যেকটা বছরেরই কিছু ভালো মুহূর্ত থাকে কিছু খারাপ, কিছু সুখের ঘটনা থাকে কিছু দুঃখের, কিছু বিপজ্জনক প্রবণতা থাকে কিছু উৎসাহব্যাঞ্জক। ২০২৩ও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতের ক্ষেত্রে ২০২৩ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বছর হিসাবে গণ্য হবে। কারণ, এই বছরেই তো ভারত জনসংখ্যার নিরিখে চীনকে পিছনে ফেলে বিশ্বের এক নম্বর দেশ হয়েছে। এটা অবশ্য সাফল্য না ব্যর্থতা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। আবার ২০২৩ সালে ইউক্রেন-রাশিয়া ও ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি প্রবল চাপে পড়েছে। ভারত কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী কয়েকটা দেশের মধ্যে অন্যতম। ২০২৩ সালে ভারতীয় অর্থনীতি তেজি ঘোড়ার মতো ছুটেছে। এই বছর ভারতে জি২০ বৈঠকে যোগ দিতে শি জিনপিং ও পুটিন বাদে বিশ্বের প্রভাবশালী নেতারা এসেছেন। জার্মানির চ্যান্সেলর তো তিনবার এসেছেন। আবার এই বছরই শিখ নেতাকে হত্যার সূত্র ধরে ক্যানাডার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই বছরেই মণিপুরে জাতিগত সংঘাতের ভয়াবহ রূপ দেখা গেছে। আবার মেঘভাঙা বৃষ্টি, চকিত বন্যা, ভয়ংকর ধস, একাধিক শহর বৃষ্টির জলে ডুবে যাওয়া, রেল দুর্ঘটনা, উত্তরাখণ্ডে টানেল ধসে শ্রমিকদের আটকা পড়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। তারপরেও এই বছরে সাফল্যের ঘটনার সংখ্যাও কম নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে গোটা বছর ধরে ভারতে ছিল ঘটনার ঘনঘটা। রাজ্য নির্বাচনে বিজেপির জয়, একের পর এক বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে সিবিআই-ইডি তদন্ত, রাজনীতিকদের বাড়ি থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনে রক্তস্রোত, রাহুল গান্ধীকে সংসদ থেকে বহিষ্কার, বছরের শেষ ভাগে এসে দুর্নীতির অভিযোগে মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খোয়ানো এবং লোকসভায় দুই বিক্ষোভকারীর ঝাঁপিয়ে পড়া, তার জেরে বিরোধ দেখাতে গিয়ে রেকর্ড সংখ্যক বিরোধী সাংসদকে লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা। এককথায় নাটকীয় ঘটনায় ভরা ছিল ভারতের রাজনীতি। অর্থনীতির কথায় আসি। কোনো দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা থাকলে দেশের মানুষ ভালো থাকে। তাদের হাতে টাকা আসে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, গরিবদের বিনা পয়সায় খাবার ও অন্য সুবিধা দেয়া যায়। করের টাকা কম করা যায়। পরিকাঠামোর পিছনে সরকার খরচ করতে পারে। এই বছরই ভারত বিশ্বের পঞ্চম সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারতের মানুষের মাথাপিছু আয় ভয়ংকরভাবে না বাড়লেও বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হওয়াটা কম বড় কথা নয়। গত অক্টোবরে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে ইন্ডিয়া ইকোনমি আপডেট দিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতি ২২-২৩ সালে সাত দশমিক দুই শতাংশ হারে বেড়েছিল। জি২০ দেশগুলির মধ্যে বৃদ্ধির হারে ভারত ছিল দ্বিতীয়। ২৩-২৪ সালে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াবে ছয় দশমিক তিন শতাংশ, পরিষেবা ক্ষেত্র বাড়বে সাত দশমিক চার শতাংশ ও বিনিয়োগ বাড়বে আট দশমিক নয় শতাংশ। মুডি জানিয়েছে, দেশের ভিতরে প্রবল চাহিদার কারণে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধি হবে ছয় দশমিক সাত শতাংশ হারে। বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংদোনেশিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো এবং ভারতের ভাগিদারী বাড়বে। এই চার দেশ গ্লোবাল গ্রোথের ইঞ্জিন হিসাবে কাজ করতে পারে। অর্থনীতির দিক থেকে খুবই সুসংবাদ সন্দেহ নেই। তবে অবিমিশ্র ভালো খবর বলে যেমন কিছু হয় না, তেমনই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পাশাপাশি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বছরের শেষদিকে আবহাওয়াজনিত কারণে নিত্যপ্রোয়জনীয় জিনিসের দাম অনেকটাই বেড়ে গেছে। আর এরকম হলে সাধারণ মানুষ চিন্তায় থাকেন। তবে গরিব ও নিম্নবিত্তদের জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যেই একটা সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে। দেশের ৮০ কোটি মানুষকে আরো পাঁচ বছর বিনা পয়সায় রেশন দেয়া হবে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গরিবরা মাসে পাঁচ কেজি চাল-গম বিনা পয়সায় পাবেন। তাছাড়া দুই-তিন টাকা কেজি দরে চাল-গমও তারা জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুসারে পেতে থাকবেন। যাদের রেশন কার্ড আছে, তারা এই সুবিধা পাবেন। খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুয়ায়ী গরিবরা প্রতি মাসে পরিবারপিছু ৩৫ কেজি চাল-গম দুই বা তিন টাকায় পাবেন।

ভাষণ আমরা যেসব পরিকল্পনা নিয়েছি তার সবগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব না

বৈশ্বিক অস্থিরতার মধ্যেও অপ্রতিরোধ্য জার্মানি ঃ শলৎস

বার্লিন (এজেন্সী)ঃ নতুন বছরকে সামনে রেখে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে জার্মানির চ্যান্সেলর বলেছেন, আগামী দিনে দেশটির জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বৈশ্বিক অস্থিরতা ও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও জার্মানি ঠিকই এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি।

নতুন বছর উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস। বৈশ্বিক কঠিন পরিস্থিতি ও জার্মানির ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি নিজের আশার কথা তুলে ধরেন। শলৎস বলেন, ''অনেক ভোগান্তি, অনেক রক্তপাতের ঘটনা ঘটছে। আমাদের পৃথিবী আরো অস্থির ও কঠিন হয়ে উঠেছে। আর এই পরিবর্তন শ্বাসরুদ্ধকর গতিতে ঘটছে।''

চ্যান্সেলরের দপ্তর থেকে তার বক্তব্যের এই লিখিত বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। তার ভাষণের ভিডিওটি নতুন বছরের আগে প্রচারিত হবে। শলৎস বলেন, ''(বৈশ্বিক পরিবর্তনের কারণে) জার্মানিকেও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। এটা আমাদের অনেকের জন্য উদ্বেগের ব্যাপার। অনেকে এজন্য অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। আমি তা হৃদয়ে ধারণ করি।''

চ্যান্সেলর তার বক্তব্যে ২০২৩ সালে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানির বাধা পেরুনোর সাফল্য তুলে ধরেন।

২০২৪ সালে বিশ্বে বিভিন্ন দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচন। শলৎস তার বক্তব্যে এই নির্বাচনগুলোর গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। শলৎস ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে বলেন, আগামী বছরের ইউরোপীয় নির্বাচনের মাধ্যমে ইউরোপের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, ''আমাদের মহাদেশের পূর্বে রাশিয়ার যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে এখনও অস্ত্রের সংঘাত বন্ধ হয়নি। আসছে বছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, ইউরোপেও যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে।''

জার্মানির মূল্যস্ফীতি ২০২২ সালে সাত দশমিক নয় শতাংশ থেকে ২০২৩ সালের নভেম্বরে তিন দশমিক দুই শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এরপরও ইউরোপের গড় মূল্যস্ফীতি দুই দশমিক চার শতাংশের চেয়ে এই হার বেশি।

জার্মানি অর্থনৈতিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে উল্লেখ করে শলৎস বলেন. ''আপনাদের মনে আছে আমরা কী পরিস্থিতিতে ছিলাম? অনেক বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন অর্থনীতি তিন, চার, পাঁচ শতাংশ সঙ্কুচিত হবে। অনেকে উদ্বিগ্ন ছিলেন দাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। বিদ্যুতের ঘাটতি ও ঘরে ঠাণ্ডার মধ্যে থাকার আশঙ্কা করেছিলেন অনেকে।'' কিন্তু তেমনটা হয়নি উল্লেখ করে শলৎস বলেন, ''মূল্যস্ফীতি কমে এসেছে। মজুরি ও অবসর ভাতা বেড়েছে। শীতের জন্য গ্যাসের পরিপূর্ণ মজুদ রয়েছে।'' সামাজিক গণতন্ত্রী দল এসপিডি এর নেতা শলৎস জানান, তার সরকার সড়ক ও রেল অবকাঠামোকে আগামী দিনে অগ্রাধিকার দেবে। এই খাতে ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দেশটির রেল ও সড়কে মানুষের ভোগান্তির কথা উল্লেখ করেন তিনি জানান দীর্ঘদিন এ খাতে উন্নয়ন হয়নি। যে কারণে সরকার এখন সড়ক ও রেলের উন্নয়নে বড় বিনিয়োগ করছে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে জার্মানির আদালত মহামারির তহবিল অন্য খাতে ব্যয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ায় বিপাকে পড়েছে শলৎস সরকার। বিষয়টি উল্লেখ চ্যান্সেলর বলেন, ''আমরা যেসব পরিকল্পনা নিয়েছি তার সবগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব না।'' জার্মানির প্রত্যেকে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখলে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন তিনি। ''আর তাহলে নতুন বছরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এখন আমরা যা ভাবছি তার চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু ঘটলেও ২০২৪ সালটি আমাদের জন্য একটি মঙ্গলজনক বছর হবে,'' বলেন জার্মানির চ্যান্সেলর।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে এক প্রসূতি মহিলার মৃত্যুর

মালদা ঃ চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে এক প্রসূতি মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনার পর দফাই দফায় চাঁচল সুপারিটি হাসপাতালে কর্তব্যরত এক চিকিৎসক ও নার্সের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার ও গ্রামবাসীরা। এমনকি অনেক রাত পর্যন্ত চাঁচল সুপারিটি হাসপাতালে সামনের মেন গেট ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান মৃত গৃহবধুর আত্মীয়েরা। এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত প্রসূতি মহিলার নাম গায়ত্রী দাস (২২)। তাঁর বাড়ি বিহারের আবাদপুর এলাকায়। চাঁচলে ওই গৃহবধূর বিয়ে হয়েছিল । মৃতের আত্মীয়দের অভিযোগ , চারদিন আগে চাঁচল সুপারিটি হাসপাতালে গায়ত্রীকে ভর্তি করানো হলেও একবারের জন্য কোনো চিকিৎসক দেখে নি। এদিন রাতে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে অনেকবার চিকিৎসককে ডাকাডাকি করা হয়। কর্তব্যরত একজন নার্স কেউ জানানো হয়। কিন্তু কেউ ওই রোগীকে দেখেনি অবশেষে রাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গায়েত্রীর মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেয়। আর এরপরই বিক্ষভে ফেটে পড়েন মৃতের আত্মীয় ও পাড়া প্রতিবেশীরা।

মৃত গৃহবধূর পিসি ভক্তি দাস বলেন, চাঁচল সুপারিটি হাসপাতাল এত সুন্দর ভাবে গড়ে উঠলেও, এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থার একেবারেই বেহাল। চার দিন ধরে একটা রোগী পড়ে থাকল তাকে একবারের জন্যও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হলো না, ভাবতেই অবাক লাগছে। আমরা বলেছিলাম রোগীকে ছুটি দিতে, কোন এক নার্সিংহোম অথবা মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করাবো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা শুনেনি, এদিন যখন গায়ত্রী শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়, তখন আমরা অনেকবার চিকিৎসকের খোঁজ করি, নার্সদের ডাকাডাকিও করি। কেউ আসেনি গুরুত্ব দেয়নি। অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল গায়েত্রী। এরপরেই আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। যে চিকিৎসক ছিলেন তার শাস্তি এবং তাকে বরখাস্ত করারও দাবি জানিয়েছি। পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

চাচলের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর আখতার হোসেন জানিয়েছেন , নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নজির গড়লেন কৃষ্ণভক্তরা

কলকাতা ঃ নতুন বছর পড়তেই পিকনিকে মরসুম পড়ে যায়.ছেলে মেয়ে নিয়ে পিকনিকে যেতে দেখা গেছে, বন্ধু বান্ধবদের সাথে পিকনিকে যাচ্ছে, এমনটাও দেখা গিয়েছে। তবে গোপালকে নিয়েও যে পিকনিক হয়, এমনটা কখনো শুনেছেন কি? হ্যাঁ, এমনই এক নজির গড়লেন কৃষ্ণভক্তরা। করোনা বিধিনিষেধের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত অনুষ্ঠান। ভিড় এড়াতে বন্ধ রাখা হয়েছে পিকনিক স্পটগুলি। ফলে বাড়িতেই একপ্রকার পিকনিক করছেন অনেকে। তবে সে সব থেকে বেরিয়ে শিলিগুড়ির ইষ্টার্ন বাইপাস লাগোয়া আশিঘড় বৈকন্ঠপুর ফরেস্টে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। যেখানে গোপাল ঠাকুরকে নিয়ে চলছে বনভোজন। আর সেই মাঠে প্রায় এক হাজার গোপাল নিয়ে পিকনিকে মেতে উঠেছে ভক্তরা। যেখানে খাবারে রয়েছে এলাহী আযোজন, চলছে নাম সংকীর্তনও। কৃষ্ণভক্ত রা বলেন, নতুন বছরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে গোপালকে নিয়ে করছেন পিকনিক। গুরু বৈষ্ণবরা মিলে গোপালকে ভোগ দিয়ে সেই প্রসাদ গ্রহণ করবে তারা। এছাড়া এদিন বন মহা উৎসবে বহু ভক্তবৃন্দ রা আসেন সাথে চলে প্রসাদ বিতরণ।

বর্ষ বরণের আগে পথ দুর্ঘটনা রুখতে সারপ্রাইজ ভিজিট চালালো আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ

দুর্গাপুর ঃ বর্ষ বরণের আগে পথ দুর্ঘটনা রুখতে সারপ্রাইজ ভিজিট চালালো আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের যৌথ উদ্যোগে আসানসোলের ভগত সিং মোড়ে ড্রাঙ্কেন ড্রাইভ চালানো হয়েছে।অর্থাৎ মদ্যপ অবস্থায় কেউ গাড়ি চালাচ্ছেন কি না তা দেখতে মেসিন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।এদিন মোটরবাইক এবং গাড়ি চালকদের মেশিনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে।উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সেঃট্রাল দেবরাজ দাস, আসানসোল দক্ষিণ থানার আইসি কৌশিক কুন্ডু সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।পুলিশের এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন আসানসোলবাসী।

রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গনে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

জলপাইগুড়ি ঃ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গনে দুয়ারে রক্তদান শিবির এবং দুয়ারে সরকার অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজগঞ্জের বিধায়ক ভাগেশ্বর রায় সহ অন্যান্যরা।

করোনা কাল থেকে বন্ধ উত্তর দিনাজপুর জেলার শিশু শ্রমিকদের পঠন পাঠনের স্কুল, চাকরিহারা প্রায় ১৭০ জন শিক্ষকশিক্ষিকা জেলাশাসককে স্মারকলিপি তুলে দেন

উত্তর দিনাজপুর ঃ করোনা কাল থেকে বন্ধ উত্তর দিনাজপুর জেলার শিশু শ্রমিকদের পঠন পাঠনের স্কুল, আর জেরে বিপাকে পড়েছেন শিশু শ্রমিক স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উত্তর দিনাজপুর জেলায় মোট ৩৯ টি স্কুল রয়েছে প্রত্যেকটি স্কুলে চারজন শিক্ষক শিক্ষিকা ও একজন ভোকেশনাল ট্রেনার মোট পাঁচজনের বিদ্যালয় চলত বিভিন্ন এলাকায় ব্রি শ্রমিক চা শ্রমিক ধাবা হোটেল শ্রমিকদের গঠন পাঠন করানো হতো ন্যাশনাল স্পেশাল চিল্ড্রেন প্রজেক্ট এর মাধ্যমে,করনা আবাহে লকডাউনের সময় সময় থেকেই এই স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায় বারবার জেলা শাসক কে জানানোর পরেও যে শাসক কোন উদ্যোগ নেয়নি স্কুল গুলি চালু করার। আর আজ চাকরিহারা প্রায় ১৭০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন জেলা শাসকের দপ্তরের উপর তলায় একটি মিটিং এর মাধ্যমে জেলাশাসককে স্মারকলিপি তুলে দেন ।

সাত সকালে বাড়ির সামনে ১৬ চাকা লরিতে পৃষ্ট হয়ে গেল চার বছরের শিশু কন্যা,রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসী

মালদা ঃ চাঁচলের পর এবার হরিশ্চন্দ্রপুরে গতির বলি এক।আজ সাত সকালে বাড়ির সামনে ১৬ চাকা লরিতে পৃষ্ট হয়ে গেল এক চার বছরের শিশু কন্যা।রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। ঘটনাটি ঘটেছে তুলসীহাটা কুশিদা রাজ্য সড়কে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের মারাডাঙ্গী গ্রামে।মৃত ওই শিশুর নাম মরিয়ম নেশা(৪)।সকালে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরেই গ্রামবাসী ক্ষুদ্ধ হয়ে রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ করে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ছুটে আসলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা।ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।এই রাজ্য সড়কে ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে আসা লরির বেপরোয়া গতিকে দায়ী করছেন এলাকার বাসিন্দারা।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,আজ সকাল ন'টার সময় মারাডাঙ্গি গ্রামে রাজ্য সড়কের ধারে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছিল মরিয়ম নেশা।এমন সময় কুশিদার দিক থেকে একটি লরি বেপরোয়া গতিতে এসে রাস্তার ভুল দিকে চলে যায়।রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মরিয়মকে ধাক্কা মেরে পিসে দেয় ওই ঘাতক লরি।ঘটনার পরেই পলাতক ওই লরির চালক।এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা ওই লরিটিকে আটকে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ শুরু করেন।ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।পুলিশ পৌঁছলে তাদেরকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সঙ্গে প্রতারণা মামলায় ফের শিয়ালদহ আদালতে হাজিরা দিলেন জারিন খান

শিয়ালদহ ঃ এক মাসে দুবার শিয়ালদহ আদালতে হাজিরা দিলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী জারিন খান। ২০১৮ সালে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার থেকে টাকা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতার কালীপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে না আসার অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। কালীপুজোর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা থেকে বলিউড অভিনেত্রী জারিন খান পারিশ্রমিক হিসাবে নিয়েছিলেন প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। তবে এই টাকা নিয়েও তিনি কালীপুজোর উদ্বোধন করতে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসেননি। এরপর নারকেলডাঙ্গা থানায় এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা বলিউড অভিনেত্রী জারিন খান এর বিরুদ্ধে ১২ লাখ টাকা পারিশ্রমিক নিয়েও, জারিন অনুষ্ঠানে আসেননি বলে অভিযোগ জানিয়েছিল। তারা আরও অভিযোগ জানান তাদের মোট ১৮ লক্ষ বলিউড অভিনেত্রীর পারিশ্রমিক এবং banner poster সমস্ত কিছুর খরচ মিলিয়ে। এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা বলিউড অভিনেত্রীর থেকে এই টাকা চাইলে পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই টাকা তিনি ফেরতও দেননি। এরপর মামলা ওঠে শিয়ালদহ আদালতে। গত ১১ ডিসেম্বর স্বশরীরে আদালতে হাজিরা দিয়ে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন তিনি। আজ, মঙ্গলবার আবার আদালতে হাজিরা দিতে এলেন বলিউড অভিনেত্রী। প্রসঙ্গত, এই মামলায় অনেকদিন আগেই চার্জশিট জমা দিয়েছিল পুলিশ, শিয়ালদহ আদালতে। অভিনেত্রী জারিন খানকে একাধিকবার তলবও করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এরপরও অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গত ১১ ডিসেম্বর স্বশরীরে আদালতে হাজিরা দিয়ে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন জারিন। ৩০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে অভিনেত্রীর জামিন মঞ্জুর করেছিল আদালত। শর্ত রয়েছে, দেশের বাইরে যেতে হলে আদালতের থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। শুধু তাই নয়, আজ শুনানিতেও স্বশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই মতো আজ আদালতে হাজিরা দিতে আসেন বলিউড খ্যাত অভিনেত্রী জারিন খান।

দক্ষিণ এবং উত্তর কলকাতা জুড়ে ধিক্কার মিছিল তৃণমূল

কলকাতাঃ গত ২৪ শে ডিসেম্বর বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুম। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে কণ্ঠিকর মন্তব্য করেছেন তার প্রতিবাদে আজ দক্ষিণ এবং উত্তর কলকাতা জুড়ে ধিক্কার মিছিল তৃণমূল। উত্তর কলকাতায় মিছিলে নেতৃত্বে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাছা। দক্ষিণ কলকাতা মিছিলে ধিক্কার মিছিলে নেতৃত্ব তৃণমূল নেতা সায়ন দেব চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীম বোস। উপস্থিত ছিলেন ৮৩নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর মুখার্জি। ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমার কাছ থেকে ধিক্কার মিছিল শুরু হয় হাজরা মোড় পর্যন্ত

গুরুদ্বারে সময় কাটাবেন এবং এখানে প্রার্থনা সভাই যোগ দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বসভাপতি যে পি নড্ডা

কলকাতাঃ মহাত্মা গান্ধী রোডে এই মুহূর্তে অটোশটো নিরাপত্তার এসে পৌঁছেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বসভাপতি যে পি নড্ডা রাজ্যের সভাপতি কন্ঠ মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য নেতৃত্ব, বলা হয়েছিল কিছুক্ষণ এই গুরুদ্বারে সময় কাটাবেন এবং এখানে প্রার্থনা সভাই যোগ দেবেন। সেখান থেকে চলে যাবে কালীঘাটের মন্দিরের পূজা দেবেন সেখান থেকে একদম নিউটনের ওয়েস্টিন হোটেলে পার্টির কোর কমিটির মিটিং ও এছাড়া একাধিক দেবেন এবং সেখান থেকে চলে যাবেন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে এবং এই সমগ্র বিষয়গুলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সভাপতি জেপি নাড্ডা তিনি উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে

অভিযোগের ভিত্তিতে চুরির সামগ্রী সহ ২ জনকে আটক করাছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ বানিয়াখারি এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেফতার করলো মাটিগাড়া থানার পুলিশ। জানা যায় ২৪ তারিখে গোপাল হালদার নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি হয় ২৫ তারিখে অভিযোগ দায়ের হয় মাটিগাড়া থানায়। ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার সকালে প্রথমে আত্মা চৌহান নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় নন্দন মোহন্ত নামে এক ব্যক্তিকে সে চুরির সামগ্রী গুলি বিক্রি করেছে। নন্দন মহন্তকেও বানিয়া খাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় কিছু নগদ টাকা এবং কিছু রুপোর অলংকার। ধৃত দুজনকে এদিন শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামলো মালদা তৃণমূল নেতৃত্ব

মালদা ঃ স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নামলো মালদা তৃণমূল নেতৃত্ব । মঙ্গলবার বিকালে জেলা যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির বিরোধিতায় একটি বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। এদিন মালদা কলেজ মাঠ থেকে মিছিলটি বেরিয়ে ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে।

চুরির অভিযোগ দায়েরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার ৩ চোর

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ি মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত নাগারুজ্যত এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে মোট তিন জনকে গ্রেফতার করলো মাটিগাড়া থানার পুলিশ। জানা যায় নাগারুজ্যত এলাকার এক বাসিন্দা রঘুনাথ দত্ত বেশ কিছুদিনের জন্য তার বাড়ি ফাঁকা রেখে বাইরে গিয়েছিলেন। ২৪ তারিখ তিনি বাড়ি ফিরে এসে দেখেন তার বাড়িতে চুরি হয়েছে চুরি গিয়েছে বাড়ির বেশ কিছু সামগ্রী। ২৫ তারিখ মাটিগাড়া থানায় চুরি সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। ঘটনার তদন্তে নেমে গতকাল বানিয়াখারী এলাকা থেকে অপার্থিব রায় ও হিতেশ সিংহ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় চুরি যাওয়া সামগ্রীর উত্তম বর্মন নামে একজনকে তারা বিক্রি করেছে একইভাবে উত্তমকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ঘৃনাত্মক কটূক্তির প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করলো যুব তৃণমূল কংগ্রেস

আলিপুরদুয়ার ঃ ভারতবর্ষের যুব সমাজের পথ প্রদর্শক তথা মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ঘৃনাত্মক কটূক্তির প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করলো যুব তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিকালে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা,কালচিনি,বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার শহড় সহ জেলার প্রতিটি ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল হয় । এদিন ফালাকাটা জটেশ্বর চৌপথি এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে সংগঠনটি।এদিন মিছিলে নেতৃত্বদেন ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতি তাপস বর্মন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ঘৃনাত্মক কটূক্তির প্রতিবাদে আগামী দিনে বুথে বুথে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে প্রতিবাদ জানানো হবে বলে জানান সংগঠনের ব্লক সভাপতি তাপস বর্মন।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের ক্রমাগত অসম্মানের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি শহর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকেলে জলপাইগুড়ি শহরে এক ধিক্কার মিছিল শহর পরিক্রমা করে। জলপাইগুড়ি শহরের নেতাজিপাড়া বাস স্ট্যান্ড হয়ে বেগুনটারি হয়ে শহর পরিক্রমা করে শহর ব্লক যুব তৃণমূলের কর্মীরা। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের ক্রমাগত অসম্মানের বিরুদ্ধে এই ধিক্কার মিছিল বলে উদ্যোক্তারা জানান।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বিজেপি রাজ্য সভাপতির মন্তব্যের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল করেছে যুব তৃণমূল

শিলিগুড়ি ঃ স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে ভুল মন্তব্য করার বিরুদ্ধে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শিলিগুড়িতে ধিক্কার মিছিল করেছে যুব তৃণমূল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির তৃণমূল নেতা নির্জন রাইয়ের নেতৃত্বে শহরে একটি ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। শিলিগুড়ি টাউন ১, ২, ৩ তরুণ তৃণমূল কর্মীরা ধিক্কার মিছিল বের করে এবং পুরো শহরে পরিক্রমা করে।

হাতে ফুটবল সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল

সুদেষ্ণা মন্ডল , ডায়মন্ডহারবার সম্প্রতি বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্য কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানরতর। আর তার মধ্যে অভিষেক গড়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে প্রতিবাদের ঝড়। মঙ্গলবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ডায়মন্ড হারবার টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিনব প্রতিবাদ মিছিল দেখা গেল। বিধায়ক থেকে কাউন্সিলর দের হাতে ফুটবল সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। এমনই অভিনব প্রতিবাদ মিছিল দেখা গেল ডায়মন্ড হারবারে । ডায়মন্ড হারবার নতুন পোল থেকে এই মিছিল শুরু হয় এই মিছিল শেষ হয় ডায়মন্ডহারবার এসডিও অফিসের কাছে। মূলত ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এই মিছিল করা হয় বলে জানা গিয়েছে। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস সহ ডায়মন্ড হারবারের ১৬ টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে নিঃসত্বে এমনই কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে এমনই দাবি নিয়ে এদিন মিছিল করা হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন যোগদান করে কয়েকশ তৃণমূল কর্মী।

বড়ো দিন উপলক্ষে শুরু সিউড়ি উৎসবের

সিউড়িঃ সিউড়ি পৌরসভার উদ্দগে বড়ো দিন উপলক্ষে শুরু সিউড়ি উৎসবের, যার সূচনা করেন সাংসদ শতাব্দী রায়,এছাড়াও সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি জনাব কাজল শেখ, বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, পৌরপতী উজ্জ্বল চার্টার্জি সহ সহরের অন্যান্য পৌরপীতা রা,উৎসব কে কেন্দ্র করে সিউড়ি লাল গির্জা থেকে কলোনি মাঠ চত্বর ও অন্যান্য রাস্তা সেজে উঠেছে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট এর আদলে, এছাড়াও কলোনি মাঠে হরেক কিসিমের খাবার নিয়ে শুরু হয়েছে খাদ্য মেলা, সপ্তাহ ব্যাপী এই উৎসবের রসনায় বাড়াতে প্রতিদিন থাকছে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,,,মূলত বন্ধ হয়ে যাওয়া বড়ো বাগান মেলা য় আবার ফিরে এলো নতুন রূপে,,যাকে কেন্দ্র করে উৎসবের প্রথম দিনেই মানুষের ঢল নেমেছে মেলায়,

বাসের সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হলো বাবার, আহত ছেলে

বর্ধমানঃ বর্ধমান থেকে নবদ্বীপ যাবার পথে বর্ধমান থানার মির্জাপুর ঘোষ পাড়ার কাছে বর্ধমান নবদ্বীপ রোডের উপর মঙ্গলবার নবদ্বীপ গামি বাসের সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হলো বাবার আহত ছেলে। কলিগ্রাম থেকে বাইক নিয়ে যাছিলো সেই সময় দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান কলিগ্রাম থেকে একটি বাইকে করে বর্ধমানে যাচ্ছিলেন বাবা ও ছেলে। ছেলেকে ট্রেনে চাপানোর জন্য সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এবং বাবাকে বাসে পিসে দেয়। ছেলে ছিটকে পড়ে যায় বাইক থেকে রাস্তায় । তবে বাসটি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।ক্ষিপ্ত জনতা অবরোধ করে দেয় ৪৫মিনিট ধরে। পরে পুলিশ আসে ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

আত্মহত্যা করেছিলেন নাকি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

কলকাতা ঃ নিউ মার্কেট থানা সূত্রের খবর, রাত ঠিক ৮ টার সময় যখন পার্ক স্ট্রিট উৎসবে মাতোয়ারা ঠিক সেই সময়ে খাদ্যভবনে গুলির আওয়াজ আসে। খাদ্যভবনে ঠিক রাত ৮ টা বেজে ৫ মিনিটে খাদ্যভবনের ভিতরে যে রিজার্ভ ফোর্সের যে ব্যারাক সেখানে রিজার্ভ ফোর্সের D কোম্পানির রয়েছে, সেই D কোম্পানির constable তপন পাল যার ৫৩ বছর বয়স, তার বুকে গুলি লাগে। সার্ভিস রিভলভার থেকেই গুলি লেগেছে বলে পুলিশ সূত্রের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। তবে কি কারণে গুলি লেগেছিল তিনি কি আত্মহত্যা করেছিলেন নাকি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল? নাকি এর পিছনে অন্য কোনো রহস্য আছে সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দেখছেন কলকাতা পুলিশ। পুলিশ এর তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, তপন পাল কলকাতা পুলিশের এই কনস্টেবল এর নার্ভে এর সমস্যা ছিল, ডিপ্রেশনেও ছিলেন তিনি, খাদ্য ভবনে কনস্টেবলের ব্যারাকে থাকতেন তিনি। Depression থেকেই কি আত্মহত্যা খতিয়ে দেখছেন পুলিশ। আজ হাইকোর্টে ডিউটি ছিল তাঁর সেইজন্য বেরোচ্ছিল সে। তবে হরিণঘাটার বাসিন্দা তিনি। সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। ঘটনা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগের অফিসাররা। ঘটনা ঘটার পর সঙ্কটজনক অবস্থায় তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে তিনি নিজেই গুলি চালিয়েছেন না কি দুর্ঘটনাবশত গুলি লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। খতিয়ে দেখছে পুলিশ।।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর

বর্ধমান ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মঙ্গলবার এক বাইক আরোহী।দেহ আজ ময়নাতদন্ত হলো বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।মৃত বাইক আরোহীর নাম শীলা দাস,বাড়ি বুদ বুদ থানার অন্তরগত নতুনপল্লী এলাকায়।পরিবার সূত্রে জানা যায় পারজ ও পুসরার মধ্যে আজ ভোরে এই দুরর্ঘটনাটি ঘটে।তিনি বাইকেই ছিলেন ,তরিঘরি তাকে প্রথমে স্থানীয় পুসরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ,সেখান থেকে রেফার করে দেওয়া হয় আজ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে,সেখানেই মৃত্যু হয় ওই বাইক আরোহীর।

বিদেশি পর্যটকরা এখানে ভিড় জমান ধানুকড়িয়ার কৃষ্টি সংস্কৃতি দেখতে

ধান্যকুড়িয়াঃ ইতালি,কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, সিপাহী বিদ্রোহ আমলে তৈরি হওয়া ধান্যকুড়িয়া স্কুল,প্রাচীন রাজবাড়ী সংস্কৃতির সম্প্রীতির পীঠ স্থান বরাবরই ধান্যকুড়িয়া।উৎসবের মরশুমে ভ্রমণ পিপাসু মানুষের কাছে রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন্ন রাজ্যে এমনকি বিদেশি পর্যটকরা এখানে ভিড় জমান। ধানুকড়িয়ার কৃষ্টি সংস্কৃতি দেখতে শুরু হয়েছে ধান্যকুড়িয়া উৎসব। ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। একদিকে বড়দিন অন্যদিকে নতুন বছরের প্রাক্কালে পর্যটকদের কাছে উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ধান্যকুড়িয়া উৎসব। এখানে আসলে বাড়তি পাওনা হলো হেরিটেজের তকমা পাওয়া গাইন গার্ডেন, ধান্যকুড়িয়া হাই স্কুল ধান্যকুড়িয়া প্রাচীন হাসপাতাল গাইন,বল্লভ সাউ এই প্রাচীন রাজবাড়ীর পোড়ামাটির দেওয়ালে পুরনো ইটালিও ভাস্কর্য ক্যাসেল অর্থাৎ দুর্গ দেখতে পাবে উৎসবে আসা পর্যটকেরা।বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বসিরহাট উত্তর বিধানসভার চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, বসিরহাট দু নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল বিডিও সৌমিত্র প্রতিম প্রধান সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব আজ ধান্যকুড়িয়া উৎসবের সূচনা করেন। আর এই উৎসবকে ঘিরে রয়েছে বহু প্রাচীন সংস্কৃতি মেলবন্ধন।যেখানে ধান্যকুড়িয়ার প্রাচীন সংস্কৃতিকে মেলে ধরবে হেরিটেজ গ্রামের কলা কুশলীরা।তারা খোলা মঞ্চে প্রাচীন ইতিহাস সংস্কৃতি তুলে ধরে পর্যটকদের মনোরঞ্জন দেবেন। তাই নতুন বছরের প্রাক্কালে ধান্যকুড়িয়া উৎসব হয়ে উঠেছে পুরনো সংস্কৃতি কৃষ্টি হেরিটেজ গ্রামের নিদর্শন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

গাজা যখন এতিমের শহর

এক মাস আগে গাজার আল আকসা শহীদ হাসপাতালে আনা হয় নয় বছর বয়সী রাজান শাবেতকে। মাথায় গুরুতর আঘাত, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণও হয়েছে। ভেঙে গেছে পা ও হাত। অচেতন অবস্থায় আনা হয় তাকে হাসপাতালে। তার পরিচয় কেউ জানে না। ফলে প্রথম চার দিনের জন্য সে ছিল অজ্ঞাতনামা। আর অজ্ঞাতনামাদের তালিকায় তার নম্বর ছিল ১০১ নম্বর। ৩০ ডিসেম্বর সে জরুরি চিকিৎসা শেষে ছাড়া পেয়েছে। তবে তার ঠাঁই হয়েছে হাসপাতালের কম্পাউন্ডে একটি তাঁবুতে। হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সেরা এখনো বলতে সাহস পাচ্ছে না, তার মাবাবা কেউই বেঁচে নেই। রাজান হাসপাতালে আসার পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে তার সম্পর্কে জানার চেষ্টায় থাকেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁরা বের করেন যে, সে আর তার পরিবার নুসেইরাত শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলি বিমান হামলার শিকার হয়েছিল। উত্তর গাজার তুফাহ এলাকা থেকে এই পরিবারের ঠাঁই হয়েছিল সেই শরণার্থীশিবিরে। এখন রাজানই পরিবারটির একমাত্র জীবিত সদস্য। পঞ্চম দিনে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই রাজান তার

মাবাবাকে খোঁজা শুরু করে। আল আকসা শহীদ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ইব্রাহিম মাত্তার বলেন, 'আমরা সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম, একটি শিশুর কাছ থেকে। সে জানতে চায়, তার মা বা বাবা কোথায়? অথচ তাঁরা নিহত হয়েছেন। যখন রাজান তার মাবাবার কথা জানতে চাইল, আমি তখন চুপ মেরে গেলাম। মাত্তার বলছিলেন, 'সে বেশ বুদ্ধিমান, দারুণ এবং খুব সুন্দর। সে জানে না তার পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। সে বিশ্বাস করে তারা সবাই ভালো আছে। তার ঠিকঠাক চিকিৎসার জন্য আমরা তাকে সত্যটা বলতে পারি না। ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি বিমান হামলা ও হানাদার বাহিনীর দ্বারা ৮২০০ এরও বেশি শিশু নিহত হয়েছে। আরও অনেকে আহত হয়েছে এবং বেশির ভাগই মারাত্মক আহত। কেউ কেউ মাবাবা উভয়কেই হারিয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে গোটা জ্ঞাতি গোষ্ঠীকেই হত্যা করা হয়েছে। এখন যেসব চিকিৎসক তাদের যত্ন নিচ্ছেন তাঁরা জানেন না, এই শিশুদের নিয়ে তাঁরা কী করবেন, তাদের যে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ডা. মাত্তার জানান, বিমান হামলা ও অন্যান্য হামলায় শিকার হয়ে যাদের হাসপাতালে আনা হচ্ছে তাদের মধ্যে শিশুর অনুপাত বাড়ছে এবং তাদের যত্ন নেওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, 'রাজান মাঝরাতে চিৎকার করে কান্না করে উঠছিল, যখন অন্য সব চিকিৎসাধীন আহতরা ঘুমিয়েছিল। সে ব্যথানাশক ওষুধ ছাড়া ঘুমাতে পারত না তাই তাকে আমাদের অতিরিক্ত ডোজ ব্যথানাশক দিতে হয়েছিল। তার ব্যথা ভুলিয়ে দিতে রাতের বেলা আমি তাকে গল্প বলে শোনাতাম।' সব কিছু হারানো এসব শিশুদের প্রচণ্ড ব্যথা থেকে শান্ত রাখার একমাত্র বিকল্প হয়ে উঠেছে ব্যথানাশক ওষুধ। তবে এটি কোনোভাবে যথার্থ পন্থা নয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ওষুধ পাওয়া যায় না, ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্তবয়স্কদের ডোজই তাদের দিতে হচ্ছে। মাত্তার জানালেন, এর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন তিনি। গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ স্কুল ও হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ তারা মনে করে, তাদের বাড়ি থেকে এখানে অন্তত নিরাপদে থাকতে পারবে। এ ছাড়া বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাদের কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই। প্রতিদিন অনেক আহত শিশুর আগমন ঘটছে হাসপাতালগুলোতে। হাসপাতালগুলোই এখন তাদের জন্য প্রকৃত ঘরবাড়ি হয়ে ওঠেছে। কারণ তাদের সঙ্গে মাবাবা বা পরিবার নেই। নভেম্বরে দেইর এল বালাহ এলাকায় একটি বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় এক পরিবারের ৫৮ সদস্য নিহত হন। সেখানের ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় পরিবারটির একমাত্র জীবিত সদস্য মাত্র পাঁচ দিন বয়সী শিশু হাসান মেশমেশকে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সে এখন আল আকসা শহীদ হাসপাতালে আছে। হাসপাতালটির একজন নার্স ওয়ারদা আল আওয়াদা বলছিলেন, পুরো নার্স ইউনিট হাসানের দেখভাল করে।

ইউক্রেনে অভ্যুত্থান ঘটানো ছাড়া আমেরিকার সামনে পথ নেই

স্টিফেন ব্রায়েন
প্রাবন্ধিক

বাইডেন প্রশাসনে এ বিষয়ে ঐকমত্য বাড়ছে যে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধ ঝুলে গেছে। এ ক্ষেত্রে আলাপআলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় আসা প্রয়োজন।
বিষয়টিকে এখন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের 'দীর্ঘদিনের প্রস্তাবিত' নীতি হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। কিন্তু সত্য এর পুরো উল্টোটা। বাইডেন প্রশাসনই রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো ধরনের শান্তিচুক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা তৈরি করেছে। বাইডেন ও তাঁর সঙ্গীরা জেলেনস্কিকে একই কারণে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন। জেলেনস্কি এক বছরের বেশি সময় আগে পার্লামেন্টে এই আইন পাস করেন যে যুদ্ধ চলাকালে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করা তাঁর জন্য আইনসম্মত হবে না। বাইডেনের জাতীয় নিরাপত্তা দলেরও একই মতামত।

যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর দেশগুলো ইউক্রেনকে প্রচুর পরিমাণে সমরাস্ত্র, সাঁজোয়া যান ও গোলাবারুদ দিয়ে আসছে। ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য জোগানোর পাশাপাশি সেনাদের প্রশিক্ষণও দিচ্ছে তারা। যুদ্ধক্ষেত্রে উপদেষ্টাও পাঠিয়েছে। তাদের কয়েকজন এর মধ্যে হতাহতও হয়েছেন। যদি খবর সত্যি হয়, তাহলে ২৭ ডিসেম্বর রুশ বাহিনী ইউক্রেনের খেরসনে একটি ট্রেন ডিপোতে রকেট হামলা করলে ইউক্রেনের ৬০ জন সেনা ও পুলিশের সঙ্গে যুক্তরাজ্য থেকে আসা প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের চারজন পরিচালক নিহত হয়েছেন।
যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী পরাজয়ের মুখে পড়তে চলেছে। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সবখানেই ইউক্রেনীয় বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে। রুশ বাহিনী দনবাস অঞ্চলে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম মারিনকা থেকে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে। জাপোরোঝঝিয়া অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বাখমুত ও আভদিভকা অঞ্চলের গ্রামগুলো থেকেও ইউক্রেনীয় বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছে রুশ বাহিনী।

ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থতা এ ধরনের কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য যে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর অর্থ হচ্ছে, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী যে কাউকে ধরে যুদ্ধ করতে পাঠানো হবে। এ ঘটনা অনিবার্যভাবেই জেলেনস্কির প্রতি মানুষের সমর্থন একেবারে তলানিতে নিয়ে আসবে। বিশেষ করে কিয়েভ, ওদেসা ও খারকিভের মতো বড় শহরগুলোর ক্ষেত্রে সেটা ঘটবে। ইউক্রেনীয় বাহিনীর কমান্ডার ভ্যালেরি জালুঝনি মনে করছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আভদিভকা শহরের পতন হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইউক্রেনীয় বাহিনী সেখান থেকে খুব দ্রুত নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবে কিংবা আত্মহননের মতো করে হামলা করে আভদিবকা শহর দখলে নেওয়ার চেষ্টা করবে বলে মনে হয় না।
অন্যদিকে ইউক্রেনের রাজনীতিতে ফাটল

ক্রমেই বাড়ছে। দুইবার ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন ইউলিয়া তিমোশেঙ্কো। বর্তমান সংসদে তিনি পিতৃভূমি দলের সংসদ সদস্য। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও ন্যাটোর সদস্য হোক ইউক্রেন, এ ধারণার একজন জোরালো সমর্থক তিনি। সেই তিমোশেঙ্কো বলেছেন, তাঁর দেশ একেবারে মুমূর্ষু দশায় এবং পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।
ইউক্রেনের রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা এ ধরনের কথা বলেন, তাঁদের হয় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, অথবা নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পেট্রো পোরোশেঙ্কোকে সীমান্ত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থা। আর জেলেনস্কিকে যাঁরা অতিক্রম করতে চাইছেন, তাঁদের ভাগ্যে আরও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে। সম্প্রতি ইউক্রেনের রাজনীতিবিদ আলেকসান্দ্রার দুবিনিস্কির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই অভিযোগ শুধু তাঁর একার বিরুদ্ধে আনা হয়নি।
যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের ঘটনা বেড়ে চলায় ইউক্রেনীয় বাহিনী ব্যাপক জনবলসংকটে পড়েছে। সেনাবাহিনীতে ৫ লাখ নতুন লোকবল নিয়োগের আদেশ কে দিয়েছেন, তা নিয়ে গত সপ্তাহে জালুঝনি ও জেলেনস্কির মধ্যে কথার যুদ্ধ হয়ে গেল। সেনাপ্রধান বলেছেন, তিনি কখনোই ৫ লাখ সেনা নিয়োগের প্রস্তাব দেননি। আর প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সেনাবাহিনী তাঁকে অতিরিক্ত ৫ লাখ লোক নিয়োগের কথা বলেছে।
প্রকৃতপক্ষে এখানে সংখ্যা কত, বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। এখানে মূল বিষয়টি হলো, সেনা নিয়োগের জন্য ইউক্রেন যে জবরদস্তিমূলক কৌশল বেছে নিয়েছে। রাস্তা কিংবা বাসাবাড়ি, গাড়ি কিংবা ক্লাব, পালানোর সময় সীমান্ত থেকে ধরে কিংবা অন্য যেকোনো জায়গায় পাওয়া যাক না কেন, সেনাবাহিনীতে এভাবেই লোক নিয়োগ করা হচ্ছে।
সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য বছর বয়স ঠিক করা হয়েছে ১৮-৬০ বছর। কিন্তু বড়দিনের ভোজসভায় আসা সেনাদের যে ছবি ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা মূলত মধ্যবয়সী ও বয়স্ক তরুণদের সংখ্যা হাতেগোনা।
জালুঝনি এ বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, বয়স্ক সেনারা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারেন না। কেননা, তরুণ সেনাদের তুলনায় তাঁদের শারীরিক শক্তি অনেক কম। আরও খারাপ বিষয় হচ্ছে, অনেকে এখন আর সেনাবাহিনীতে কাজ করতে চাইছেন না।
সেনাবাহিনীতে জোর করে নিয়োগের এই ঘটনায় ইউক্রেনের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর (এ কারণেই জেলেনস্কি জালুঝনিকে দোষারোপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন) নেতিবাচক রাজনৈতিক প্রভাব ফেলছে। এ ঘটনার প্রভাব ইউক্রেনের বাইরেও পড়ছে। কেননা, সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগের জন্য যে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, সে বয়সী ইউক্রেনীয়দের অনেকে এখন ইউরোপের অনেক দেশে বাস করছেন। ইউক্রেন চাইছে জোর করে তাঁদের ফিরিয়ে আনতে।
এস্তোনিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এস্তোনিয়া ১৮-৬০ বছর বয়সীদের ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করতে পারে। ইউরোপের অন্যান্য দেশও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে।
ইউক্রেন সরকার বলছে, এ বয়সীদের কেউ যদি সেনাবাহিনীতে না আসেন, তাহলে তাঁকে বড় অঙ্কের জরিমানা গুনতে হবে এবং তাঁদেরকে সর্বোচ্চ আট বছর জেল খাটতে হবে।
ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থতা এ ধরনের কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য যে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর অর্থ হচ্ছে, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী যে কাউকে ধরে যুদ্ধ করতে পাঠানো হবে। এ ঘটনা অনিবার্যভাবেই জেলেনস্কির প্রতি মানুষের সমর্থন একেবারে তলানিতে নিয়ে আসবে। বিশেষ করে কিয়েভ, ওদেসা ও খারকিভের মতো বড় শহরগুলোর ক্ষেত্রে সেটা ঘটবে। নতুন এই নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করে সেনাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। কিন্তু তত দিনে ইউক্রেনীয় বাহিনীর রুশ বাহিনীর কাছে আরও অনেক পরিমাণ ভূমি হারিয়ে ফেলবে। যুদ্ধের এই অবস্থায় এসে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ছাড়া রাশিয়া কোনো ধরনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যাবে না। কেননা, তাতে পুতিনের গ্রহণযোগ্যতায় ধস নামবে। অন্যদিকে জেলেনস্কিও রাশিয়ার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্তে যেতে রাজি নয়। ওয়াশিংটন যদি সত্যি সত্যি কোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চায়, জেলেনস্কিকে দিয়ে সেটা করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের হাতে একটাই বিকল্প থাকবে। সেটা হলো ইউক্রেনে অভ্যুত্থান ঘটানো এবং জেলেনস্কির পরিবর্তে এমন কাউকে আনা, যিনি কিনা রাশিয়ার সঙ্গে মীমাংসায় যেতে আগ্রহী।

সাময়িকী

পয়লা জানুয়ারী কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে বিশেষ

আশীর্বাদ করি তোমাদের সবার চৈতন্য হউক ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সবার পাপ গলায় ধারণ করে নীলকন্ঠ হয়েছিলেন অর্থাৎ গলায় মরন ব্যাধি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।তিনি তাঁর অন্তিম লীলা কাশীপুর উদ্যান বাটিতে করেছিলেন।দেহ রাখার প্রায় আট মাস আগে ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারী তে অর্থাৎ ইংরেজী নুতন বছরে গৃহী ভক্তদের কে কৃপা করার জন্য ও তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করার জন্য কল্পতরু হয়েছিলেন।কল্পতরু বৃক্ষটি সমুদ্র মন্থনে উঠেছিলা।সেই কল্পতরু বৃক্ষটি দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গে রাখা হয়েছিলো।সেই বৃক্ষটির বিশেষতা এই যে তাঁর নিচে বসে যে যা চাইবে সে তাই পাবে।ভক্তের ইচ্ছা ও বাসনা পূরণ করেন বলে ভগবান কে ও কল্পতরু বলা হয়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাশীপুরে আছেন চিকিৎসার জন্য।খুবই কষ্ট।ঠিক ভাবে খেতে পান না,ভালো করে কথা বলতে পারেন না তাই ইংরেজী নব বর্ষে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারী তে ঠাকুরের গৃহী ভক্তেরা যথা, গিরিশ,রাম,মহেন্দ্র গুপ্ত আদি সবাই হাতে ফুল,মিষ্টি,ফুলমালা নিয়ে এসেছেন ঠাকুর কে দেখতে,প্রণাম করতে ও তাঁর আশীর্বাদ নিতে।সকাল থেকেই ভক্তের ভিড় কিন্তু বেলা গড়িয়ে গেলো তবু ঠাকুর উপর তলা থেকে নিচে নেমে ভক্তদের দর্শন দিলেন না।অনেকেই ঠাকুরের শরীর খুবই খারাপ ভেবে,আজ আর দেখা হবে না বলে ফিরে চলে গেলেন।কিন্তু ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষের ষোলো আনা বিশ্বাস ঠাকুর তাদের নিরাশ করবেন না,ঠিক সময়ে তিনি আমাদের দর্শন দিবেন।তখন প্রায় তিনটে বাজে।হঠাৎ দেখা গেলো ঠাকুর উপর তলায় বেরিয়ে পায়চারি করছেন।জ্যোতির্ময় পুরুষ,যেন সম্পূর্ণ সুস্হ মানুষ।হঠাৎ করে তিনি নিচে নেমে এলেন ও ভক্তদের কাছে এসে গিরিশ কে লক্ষ্য করে বললেন,,গিরিশ,তুমি যে আমার অবতার নিয়ে লোকের কাছে এতো কথা বলে বেড়াও তুমি আমায় কি বুঝেছ ও কি দেখেছো আমার মধ্যে।নত জানু হয়ে করজোড়ে গিরিশ বাবু বললেন, প্রভু,ব্যাস ও বাল্মীকি যার কথা বলে শেষ করতে পারেনি তাঁর সম্বন্ধে আমি বলবো ও কি জানি ঠাকুর।গিরিশের এই কথা শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।গিরিশ ঘোষ তখন সবাই কে ডেকে বললেন, ওরে,তোরা কে কোথায় আছিস ছুটে আয়,ঠাকুর কে ফুল মালা দে,প্রণাম কর,তোদের যা কিছু চাওয়ার চেয়ে নে।ঠাকুর আজ কল্পতরু হয়েছেন।গিরিশের এই কথা শুনে সবাই তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন,তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।অনেকের ভাবান্তর হলো।অনেকেই ঠাকুরের মধ্যে বিভিন্ন দেব দেবী কে দর্শন করতে লাগলেন।এক স্বর্গীয় পরিবেশ।ভক্ত ও ভগবানের মহামিলন।ঠাকুর কিছুক্ষন পরে সমাধি থেকে নেমে এলেন ও সবাই কে আশীর্বাদ করে বললেন,,তোমাদের আর কি বলবো,আশীর্বাদ করি,তোমাদের সবার চৈতন্য হউক।ঠাকুরের এটা মহা আশীর্বাদ।আমরা যে সবাই চৈতন্য স্বরূপ,সেই স্বরূপে যাওয়ার জন্য ঠাকুর সবাই কে আশীর্বাদ দিলেন।শ্রীশ্রী লীলা প্রসঙ্গে এই দিনটিকে স্বামী সারদানন্দ উল্লেখ করেছেন,,,আত্ম প্রকাশে অভয় দান বলে।অর্থাৎ ঠাকুর সেদিন গৃহী ভক্তদের কাছে আত্ম প্রকাশ করলেন অর্থাৎ হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন ও সবাই কে অভয় দান করলেন চৈতন্য হোক বলে।রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী বিশেষ করে গৃহী ভক্তেরা তাই প্রতি বছর এই পয়লা জানুয়ারী দিন টিকে কল্পতরু দিবস হিসাবে পালন করে থাকেন।

আজ ইংরেজী নব বর্ষে সবাই কে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই আর রামকৃষ্ণ ভক্ত মণ্ডলির কে শুভ কল্পতরু দিবসে সবাইকে ভালোবাসা ও অভিনন্দন জানাই।সাথে সাথে কল্পতরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমাদের সবাই কে চৈতন্য দান করার জন্য প্রার্থনা জানাই।

জানা অজানা

সর্পদংশন ঃ এক উপেক্ষিত স্বাস্থ্য সমস্যা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের (এনসিডিসি) পরিচালিত জরিপের তথ্যমতে, ২০২১-২২ সালে চার লাখ তিন হাজার মানুষকে সাপে দংশন করে এবং তার মধ্যে সাড়ে সাত হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে। সর্পদংশনে এত সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর কারণ হিসেবে মূলত চিকিৎসার বেহাল দশাকেই দায়ী করা যায়। সাপের কামড়ের ওষুধ বা বিষ প্রতিষেধক হচ্ছে অ্যান্টিভেনম। তবে বাংলাদেশের ও ভারতের সাপের বিষের প্রকৃতি এক না হওয়ায় অ্যান্টিভেনমগুলো বাংলাদেশি সকল সাপের বিষ ধ্বংসে খুব বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে না। উপরন্তু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসকেরা সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে দক্ষ নয়। সর্পদংশনের শিকার হওয়া অধিকাংশ মানুষই গ্রাম অঞ্চলের। সম্প্রতি রাসেল ভাইবার বা চন্দ্রবোড়া সাপের উপদ্রব বাংলাদেশে বেড়েছে। প্রায়শই এই সাপ দ্বারা মানুষের আক্রান্তের খবর মেলে। এই ধরনের সাপ দংশন করলে দ্রুততার সঙ্গে অ্যান্টিভেনম না নিলে মৃত্যু অবধারিত। কাজেই দেশে এ ধরনের সাপের উপস্থিতি বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জন্য রীতিমতো অশনিসংকেত। সব মিলিয়ে বলা চলে, বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের মানুষ সাপে কামড় ও মৃত্যুতে উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। এই সংকট মোকাবিলাই স্থানীয়ভাবে সাপের বিষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে অ্যান্টিভেনম উৎপাদন করতে হবে এবং বিনামূল্যে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে তার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে। আমরা সরকারের কাছে এই সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।

আধুনিক ভারতের ক্ষমাহীন ইতিহাস

কবির খান

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষমতা জনকল্যাণে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের দাম্ভিকতা, ক্ষমতালিপ্সা, একনায়কত্ব, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কারণে জনকল্যাণের পরিবর্তে তাঁরা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ক্ষমতায় থাকাকালে আত্মপ্রচার ও স্তাবকদের ডামাডোলে রাজনীতিবিদদের অপকর্ম ক্ষণিকের জন্য আড়াল হলেও ক্ষমাহীন ইতিহাস তা বিলম্বে হলেও জনসমক্ষে তুলে ধরে। এই কথাগুলো মনে হলো সম্প্রতি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অশোকা মোদির লেখা ইন্ডিয়া ইজ ব্রোকেন ঃআ পিপল বিট্রেয়েড, ১৯৪৭ টু টুডে (ভারত ভেঙে পড়েছে ঃ এক জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসভঙ্গের ইতিহাস, ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত) বইটি পড়ে। বইটির ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে জাগারনাট বুকস। ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অশোকা এবং আমি দুজন একই সময়ে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে পড়াশোনা করেছি। অশোকা মোদি কোনো হালকা ওজনের বা দলকানা বুদ্ধিজীবী নয়। ভারতের আইআইটি মাদ্রাজের কারিগরি বিষয়ে স্নাতক অশোকা বেল ল্যাব, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের চাকরি শেষে এখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর। বইটি পড়ে দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আবার অনুভব করেছি। আমাদের প্রজন্মের দলকানা ও স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে এ ধরনের নির্মোহ, তথ্যভিত্তিক বই আশা করা বাতুলতামাত্র। তবে আশা করব যে আগামী প্রজন্ম অত্যন্ত জরুরি এই কাজ করতে এগিয়ে আসবে।বইটির ভূমিকায় অশোকা বইটি লেখার ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছে এভাবে, 'আমি ভারতে জন্মেছি ও বড় হয়েছি। কিন্তু প্রায় চার দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস ও কাজ করছি। বেশ কয়েক বছর আগে আমি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করি। সে সময় আমার বেদনাসিক্ত ও আবেগাপ্লুত মনের অবস্থা জানিয়ে আমার বাবাকে ফোন করলে তিনি দ্বিধাহীনভাবে বলেন, তুমি সব সময়ই হৃদয়ে ভারতীয়ই থাকবে। বইয়ের পরবর্তী পাতাগুলোতে পাঠক সেই হৃদয়ে ভারতীয়কেই শুনতে পাবে।' বইয়ের শিরোনাম 'ভারত ভেঙে পড়েছে' বিষয়ে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বইয়ের শুরুতেই। 'ভারতে ২০২০ সালে হিন্দু মুসলিম বিভক্তি, লজ্জাজনক আর্থিক বৈষম্য, শহরের দুস্থদের গ্রামে প্রত্যাবর্তন, মুম্বাইয়ের জনাকীর্ণ ধারাবি বস্তির সাত মাইল দূরে মুকেশ আম্বানির বিলাসবহুল ২৭ তলা অট্টালিকা প্রমাণ করে, গত দশকগুলোতে উন্নয়ন সত্ত্বেও লাখোকোটি মানুষের জন্য ভারত ভেঙে পড়েছে', অশোকা তার বইতে এর কারণ ব্যাখ্যা করেছে।

ভারতের জাতীয় 'সম্মান রক্ষায়' বেশি তটস্থ কেন মোদি সরকার?

ভূমিকার পর বইয়ের শুরু হয়েছে আগস্ট ১৯৪৭-এ জওহরলাল নেহেরু ও সরদার প্যাটেলের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে, যাতে নেহরু বিজয়ী হয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। প্যাটেল নেহরুর মন্ত্রিসভায় উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। গান্ধীর ভাষায়, নেহরু ছিলেন চিন্তাবিদ এবং প্যাটেল ছিলেন কর্মযোগী। নেহরু ছিলেন নিখাদ গণতন্ত্রী। ১৯৫৭ সালে কমিউনিস্ট শাসিত কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করার কথা উঠলে তিনি বলেন, 'আমি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়া কোনো সরকার পতনের ইচ্ছা, আশা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি না।' দ্য হিন্দুর সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি তাদের কীভাবে হটাব? তুমি কী বোঝাতে চাইছ? তাদের জনগণ নির্বাচিত করেছেন।' কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি করার কথা উঠলে তিনি বিড়বিড় করে বলেন, তিনি কোনোক্রমেই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করাকে উৎসাহিত করতে চান না। গণতন্ত্রী নেহরু অর্থনীতি পরিচালনায় ছিলেন নিদারুণভাবে ব্যর্থ। তাঁর সমাজতন্ত্রের বুলি ছিল ভুয়া। বৃহৎ শিল্প ও পরিকল্পনানির্ভরতা ভারতের উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভূমি সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নগর উন্নয়ন ও বেকারত্ব সমস্যার সমাধান হয় উপেক্ষিত।
এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতার ফলে ভারতকে বারবার আইএমএফের দ্বারস্থ হতে হয়। অশোকার বইয়ের সবচেয়ে ভালো দিক হলো, যাঁর যা প্রাপ্য, তাঁকে তা বুঝিয়ে দিয়ে সে ইতিহাসের দায় মিটিয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই তা করেছে দলিল ও উপাত্ত দিয়ে। নেহরুর বিপরীত ছিলেন তাঁর কন্যা ইন্দিরা। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক। তিনি জরুরি অবস্থা, নিবর্তনমূলক আইন মিসা প্রবর্তন, আদালতের এখতিয়ার সীমিত ও সংবাদপত্রের সেন্সরশিপ চালু করেছিলেন। উল্লেখ্য, মিসা পরবর্তী সময়ে 'মেইনটেন্যান্স অব ইন্দিরা অ্যান্ড সঞ্জয় অ্যাক্ট' নামে পরিচিত হয়। পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর দুর্নীতিতে তিনি আশকারা দিয়েছিলেন। তাঁকে অর্থ সরবরাহের জন্য ব্যাংক জাতীয়করণ করেছিলেন। তিনি রাজনীতিতে কালোটাকা ও পেশিশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দিরার সময়েই ধিরুভাই আম্বানির উত্থান ঘটে। তাঁর উত্থানে সহযোগিতা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি। প্রণবের আনুকূল্যে সরকারের নীতি নির্ধারণে ধিরুভাই একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেন। ইন্দিরার একনায়কত্বের উদাহরণ আছে বইয়ে। ১৯৭১ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনের ইস্যু কী, জানতে চাইলে ইন্দিরা নিউজউইক এর সাংবাদিককে বলেন, 'আমিই নির্বাচনের ইস্যু।' প্রতিপক্ষ জনসংঘ নেতা অটল বিহারি বাজপেয়ীর বক্তব্যেও এর সমর্থন মেলে। তিনি বলেছিলেন, 'বিরোধী দল সারা দেশে ২ হাজার ৭০০ প্রার্থী দিলেও কংগ্রেস প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় মিসেস গান্ধীকে নিয়ে নির্বাচন করেছে।' বইটিতে ইন্দিরার শাসন আমল পড়তে গিয়ে মনে হয়।

পাঠকের চিঠি

আতশবাজি ছাড়াই হোক নববর্ষ উদ্‌যাপন

খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারের আরেকটি বছর শেষ হতে চলল। আগামীকাল নতুন একটি বছর শুরু হবে। তবে নতুন বছরের আগমনমুহূর্তে পালিত হয় থার্টি ফার্স্ট নাইট। পৃথিবীর সকল দেশে বহু বছর ধরে উদ্‌যাপিত হয় এ রাত। বিভিন্ন জায়গাতে গান, বাজনা, নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয় থার্টি ফার্স্ট নাইট। তবে ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটার ঘরে যেতে না যেতেই একটা অশান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কীসের কথা বলছি। হ্যাঁ, শহরজুড়ে ভয়াবহ আতশবাজি ও পটকা ফোটানো এবং ফানুস উড়ানোর বিষয়েই বলতে আজকে লেখাটি। বিষয়টি দেশের সব বড় শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। থার্টি ফার্স্ট নাইটে চারদিকের অসহনীয় শব্দদূষণ ও পটকাবাজির বিকট আওয়াজে শিশুদের ঘুম ভেঙে যায়। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে আতঙ্কিত চোখে। অসুস্থ লোক বিছানায় উঠে বসে থাকে নীরব রাতের অপেক্ষায়। পরীক্ষার্থীদের পড়া থমকে যায়। নির্ঘুম রাত কাটে তার পড়াহীন অবস্থায়। আরো একটি বিষয় হচ্ছে এই আতশবাজিতে মারা যায় পাখিও। সকালে বিভিন্ন গাছের নিচে গেলেই বোঝা যায়। ফানুস উড়ানোর কারণে আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। আমরা বড় কোনো দুর্ঘটনা দেখতে চাই না। এসব পটকাবাজি ও আতশবাজি ছাড়াও আমরা উদ্‌যাপন করতে পারি এই রাতটি, কিন্তু আমরা তা করছি না। মানুষ হিসেবে অপর মানুষের নিরাপদ ঘুম, শব্দ দূষণমুক্ত পরিবেশ উপহার দেওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য। এর পাশাপাশি পাখপাখালিদেরও নিরাপদ রাখাও আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে আমাদের সকলকে থার্টি ফার্স্ট নাইটের আতশবাজি, পটকাবাজি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

মো. আব্দুল ওহাব , মুরি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সুদীর্ঘ ১২ বছর পর ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি করে আলফা সুখী বলে জানালেও রাজ্যে এর মিশ্র প্রতিক্রিয়া

এই চুক্তি সম্পর্কে কোনও নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া নেই, রাজনৈতিক আলোচনাতে যিনি সব সময় প্রস্তুত বলে মন্তব্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি। কেন্দ্রীয় সরকার, অসম সরকার এবং আলোচনা পন্থী আলফার মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি শুক্রবার স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তিন পক্ষের মধ্যে এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পরেশ বড়ুয়ার সঙ্গে আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া বলেছেন রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি সব সময় প্রস্তুত। তাছাড়া স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি নিয়ে তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ার এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া না থাকলেও রাজ্যজুড়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সংক্রান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলোচনা পন্থী আলফাতে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। কলিয়াবরে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত করে অরবিন্দ রাজখোয়া এবং অনুপ চেতিয়াকে আলফা থেকে বহিস্কার করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলোচনা পন্থী আলফার একটি অংশ।

প্রসঙ্গত শুক্রবার নতুন দিল্লিতে এক নজিরবিহীন শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ঐতিহাসিক দলিলে স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার, অসম সরকার এবং আলোচনা পন্থী আলফার মধ্যে স্বাক্ষরিত এই ঐতিহাসিক চুক্তির মাধ্যমে অসম প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ পেতে সক্ষম হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে আরো তিনটি সেতু, গুয়াহাটি মহানগরে আইআইএম, আর্কিটেকচার ইউনিভার্সিটি, নতুন জাতীয় সড়ক, নতুন রেললাইন, রেলওয়ে কোচ ফ্যাক্টরি ইত্যাদি বহু বিষয় এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া জমির অধিকার, অসমের বন্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় অগ্রাধিকার, ভাঙ্গন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রেও এই চুক্তিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এনআরসির বিষয়টি চুক্তিতে লিপিবদ্ধ থাকলেও যেহেতু এটা বর্তমান বিচারাধীন বিষয় ফলে এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দিল্লী প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে আলোচনা পন্থী আলফার বৈদেশিক সচিব শশধর চৌধুরী এবং সংগঠনটি সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া এক্ষেত্রে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। এই সম্পর্কে শশধর চৌধুরী বলেন স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তির ফলে আলফা সুখী। সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট। শূন্য স্থিতি থেকে আলোচনা শুরু করে তারা এই শান্তি চুক্তির পর্যায় পর্যন্ত এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলে আলোচনা পন্থী প্রত্যেক আলফা সদস্যকে সারা জীবন ধরে কারাগারে থাকতে হতো বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। এই ঐতিহাসিক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সংক্রান্ত এবার রাজ্যে জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। একপক্ষ এই চুক্তির সমর্থন জানাচ্ছে। একই সঙ্গে অপর পক্ষ এর সম্পূর্ণ বিপরীত স্থিতি নিয়ে এই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করেছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সমাজের বুদ্ধিজীবী ড০ হীরেন গোহাই এই চুক্তির বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন। তিনি এই চুক্তি সংক্রান্তে সম্পূর্ণ অসুখী এবং ক্ষুব্ধ। ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য এই চুক্তি কিছুই নিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি। এটা এক ধরনের আত্মসমর্পণের দলিল। এই চুক্তির মাধ্যমে আলফার রাজনৈতিক অপরিপক্কতা প্রকাশ পেয়েছে। কখনো কখনো এই চুক্তি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লিখে দিয়েছেন এমন অনুভব হয় বলে মন্তব্য করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সমাজের বুদ্ধিজীবী ড০ হীরেন গোহাই। বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন এটা এক দুর্বল আত্মসমর্পণকারী চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে অসমের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আগামী পাঁচ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অসমের জন্য যে ধরনের গতানুগতিক প্রকল্প ঠিক করে রেখেছে সেটাই এই চুক্তিতে ভরে দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ বলেন আলফা সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মূলত নির্বাচনী বিতরণী পার হওয়ার জন্য বিজেপির রাজনৈতিক হাতিয়ার। এই চুক্তিকে একটি জাল বলে আখ্যা দিয়ে এটাতে জড়িয়ে না যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথাগুলোই এই চুক্তিতে স্থান পেয়েছে। জাতীয় জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো এটাতে স্থান পায়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে সাংবাদিকদের সঙ্গে টেলিফোনের বার্তায় আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া বলেন এই চুক্তি সম্পর্কে কোনও নির্ধারিত প্রতিক্রিয়া নেই। তবে এক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করা প্রতিজনের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। এদিকে তিনি স্বয়ং সরকারের সঙ্গে আলোচনা আসবেন কিনা এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া বলেন রাজনৈতিক আলোচনাতে তিনি সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন। রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যেটাতে আলোচনা হতে পারে। তাছাড়া এর মধ্যেও সমাধান সূত্র বের করা সম্ভব বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলোচনা পন্থী আলফাতে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। কলিয়াবরে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত করে অরবিন্দ রাজখোয়া এবং অনুপ চেতিয়াকে আলফা থেকে বহিস্কার করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলোচনা পন্থী আলফার একটি অংশ। তারা ক্ষেত্রে নিজেদের বহু শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। এরমধ্যে রয়েছে অসমের জন্য পৃথক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করা, অসম কে সম্পূর্ণ স্বশাসিত প্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, অসমের জন্য পৃথক সংবিধান পতাকা এবং আইন প্রণয়ন করা, অসমের জন্য পৃথক মুদ্রা প্রচলন করা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে আলোচনা সম্ভব নয় বলে আলোচনা পন্থী আলফা এই অংশটি মন্তব্য করেছে।

বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন গতকাল যে চুক্তিকে প্রচার মাধ্যমের শিরোনামা দখল করেছে এবং যেটাকে ঐতিহাসিক চুক্তি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটা আদৌ রাজ্যের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে কিনা সেক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেন একটি গ্লাসে যদি অর্ধেক জল রাখা হয় সেটা অর্ধেক ভর্তি গ্লাস বলা যায় এবং একই সঙ্গে অর্ধেক খালি গ্লাস বলা যায়। ফলে এই চুক্তির মাধ্যমে অসম যে উপকৃত হবে না সে ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেন। এনআরসি, অসম চা কোম্পানি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিলিমিটেশন, অসমের বিদেশি সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করে এই চুক্তির বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তবে একই সঙ্গে এই চুক্তির স্বপক্ষে সারা অসম ছাত্র সংস্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ সহ বিভিন্ন দল সংগঠন মতামত প্রকাশ করেছে। দিল্লিতে উপস্থিত থাকা টাই আহোম ছাত্র সংস্থার সভাপতি বসন্ত গগৈ এই চুক্তি সংক্রান্তে আশাবাদী বলে মন্তব্য করেছেন। এমনকি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী আলোচনা পন্থী আলফার সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া বলেছেন প্রতিটি বিষয়ে তারা বক্তব্য রাখতে পারেনি কথা বলতে পারেনি। এর জন্যই সমাজে ভুল মেসেজ গেছে এবং ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। তাছাড়া যে কোনও একটি কাজ করলে সমালোচনা আসবেই বলে মন্তব্য করেছেন আলোচনা পন্থী আলফার সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া।

টুকরো খবর

সাংসদ গৌরব গগৈর পর এবার বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া, সভাপতি ভূপেন বরা একইভাবে কংগ্রেসের লবি কেন্দ্রিক রাজনীতি কিংবা অন্তর্বর্তী সংঘাত সংক্রান্তে তৎপর

প্রতিজন কংগ্রেস কর্মী জানেন দলটির ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে মন্তব্য মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ প্রতি জন কংগ্রেসের নেতার মনের কথা যেন মুখ ফুটে বলে দিয়েছিলেন সাংসদ গৌরব গগৈ। ফলে এবার সাংসদ গৌরব গগৈর মন্তব্যের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। এমনকি অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা একই ধরনের মতামত ব্যক্ত করে প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর তনয়ের মন্তব্যের ধরনে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন প্রতিজন কংগ্রেস নেতাকর্মী জানেন দলটির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই বাস্তব সত্য কথা কখনো কখনো মুখ ফুটে বেরিয়ে যায় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত সাংসদ গৌরব গগৈ কংগ্রেস দলের প্রতি জন সদস্যের প্রতি আহ্বান জানি বলেছিলেন লবি কেন্দ্রিক রাজনীতি পরিত্যাগ করতে হবে। একইভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে দলের জন্য কাজ করতে হবে অন্যথায় বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। নির্বাচনে ভালোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারলে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গুয়াহাটি মহানগরের মাছখোয়া প্রাগজ্যোতি আইটিএ সাংস্কৃতিক প্রকল্পের প্রেক্ষাগৃহে শুক্রবার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সংখ্যালঘু বিভাগের অধীনে আযোজিত অসম সংখ্যালঘু অভিবর্তন কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে সাংসদ গৌরব গগৈ বলেছিলেন কার সঙ্গে কার সম্পর্ক ভালো কিংবা কার সঙ্গে কার সম্পর্ক খারাপ এই সব বিষয় ভুলে যেতে হবে। কারণ কংগ্রেসের ঘরের ভিতরের অবস্থা বর্তমান ভালো নয়। ফলে কংগ্রেস দলটি পরবর্তীকালে ভালোভাবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে তাহলে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়ে উঠবে। তিনি বলেছিলেন কিছু নেতার ভুল রয়েছে। একই সঙ্গে দলের কিছু ব্যক্তির ভুল রয়েছে। শুধু এটাই চিন্তা স্বয়ং কি পেয়েছেন এবং কি পাননি। দলের সঙ্গে এত বছর থাকার পরেও সেই মর্যাদা পাওয়া যায়নি। এই ধরনের চিন্তাভাবনা দলে রয়েছে। তবে সত্য কথা বলতে গেলে এই ধরনের চিন্তাভাবনা থাকলে কংগ্রেস কোনদিনও বিজেপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। ফলে বিজেপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে এইসব বিষয় ভুলে যেতে হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সিডব্লিউসি সদস্য তথা সাংসদ গৌরব গগৈর এই ধরনের খোলাখুলি মন্তব্যের পরেই যেন নড়েচড়ে বসেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা। তার মন্তব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা। তাছাড়া এটা দলের ক্ষেত্রে।নতুন কথা নয়। কংগ্রেসের বিপর্যয়ের মূল কারণ কংগ্রেস। অর্থাৎ কংগ্রেসের বিপর্যয় কংগ্রেসই আনে বলেন মন্তব্য করেন তিনি। দেবব্রত শইকীয়া বলেন তার বাবা প্রয়াত হিতেশ্বর শইকিয়া মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকার সময় একাংশ দলীয় নেতাদের ডেকে এনে বলেছিলেন কংগ্রেসের নিজের মধ্যেই ভোট বিভাজন হয়ে থাকে। এর ফলে কংগ্রেস নেতারা প্রায়ই পরাজিত হয়ে থাকেন। ফলে গতকাল সাংসদ গৌরব গগৈর মন্তব্য শুনে তিনি প্রকৃতার্থে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তার কথাগুলো শুনে ভালো পেয়েছেন। কারণ তিনি সত্য কথা উল্লেখ করেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা একইভাবে দলের বর্তমানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। এমনকি শুধুমাত্র দলীয় নেতার সঙ্গে ফটো প্রকাশ করলেই কংগ্রেস জয়লাভ করবে না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। বিশেষ করে দলের ব্যর্থতার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমর্থন হারাচ্ছে কংগ্রেস। এই বিষয়টি খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। সভাপতি ভূপেন বরা বলেন সংখ্যালঘু বিভাগের থেকে তিনি খুব আশা করেছিলেন। কিন্তু দলের এই সংখ্যালঘু বিভাগ তার কথা শোনেনি বলেও ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন তিনি রাজ্যের কয়েকটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্র সনাক্ত করে দিয়েছিলেন। যেখানে বদরুদ্দিন আজমল বর্তমান মহাসাড়ম্বরে ঘোরাঘুরি করছেন। দাবি করছেন তিনটি লোকসভা কেন্দ্র দখল করবেন। বদরুদ্দিন আজমল এভাবে এই কেন্দ্রগুলো দখলের প্রচেষ্টা করার সাহস কিভাবে পেলেন। তিনি সাহস এর জন্য পেয়েছেন কারণ কংগ্রেসের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ব্যর্থ হয়েছেন। যেভাবে তৃণমূল পর্যায়ে দলকে সংঘটিত করে সাধারণ সজাগ এবং সচেতন করার প্রযোজন ছিল সেটা আজও করা সম্ভবপর হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। এদিকে কংগ্রেসের পরিস্থিতি সম্পর্কে দলীয় নেতাদের নানা মন্তব্যের মধ্যেই এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি বলেন প্রতিজন কংগ্রেস নেতাকর্মী জানেন দলটির ভবিষ্যৎ কি। দলটির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তারা ভালো করেই জানেন। তবে তাদের হাতে অন্য কোনো উপায় নেই। এই সত্য কথা মনে নিয়েই তাদের কংগ্রেসে থাকতে হয়। তবে মাঝেমধ্যে এই বাস্তব সত্য কথা কখনো কখনো দলীয় নেতাদের মুখ ফুটে বেরিয়ে যায় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের অধিশাসী নির্দেশকগণ্ ঘুণপোকা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত করলেন হ্যাপি স্ট্রীটে

বোকারো (সংবাদদাতা)ঃ বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের অধিশাসী নির্দেশকগণ্ ৩১ ডিসেম্বর রবিবার সকালে ঘুণপোকা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত করলেন হ্যাপি স্ট্রীটে । অধিশাসী্ নির্দেশক (ওয়ার্কস) বি কে তিওয়ারী , অধিশাসী্ নির্দেশক (মাইন্স) জয়দীপ দাশগুপ্ত, অধিশাসী নির্দেশক (এফ এন্ড এ) সুরেশ রঙ্গানী, অধিশাসী্ নির্দেশক (এস আর ইউ) পি কে রথ্ এবং অধিশাসী নির্দেশক (পি এন্ড এ) রাজন প্রসাদ। এই পাঁচ জন ব্যক্তিত্ব ঘুণপোকা সাহিত্য পত্রিকার ২৪ বছরের যাত্রাকে আরও দীর্ঘদিন চলার প্রেরণা দিলেন। এই সংখ্যাটি আসানসোলের কবি ও সাহিত্যিক মনোজ মাজিকে নিয়ে করা হয়েছে। এছাড়া্ যে সকল কবি এবং সাহিত্যিকগণ ঘুণপোকা সাহিত্য পত্রিকাকে আরও শক্ত পোক্ত করেছেন তাঁদের লেখা দিয়ে তারা হলেন্ কমল চক্রবর্তী , জয় গোস্বামী , ইমানুল হোক, অমল্ সেনগুপ্ত , অচিন্ত্য মাজি, মুজিবর আনসারী, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় , কনিস্ক দেওঘরিয়া ,স্বপন সরকার, অমলেন্দু চক্রবর্তী ,সন্তোষ চৌধুরী, জেম ইভান, বাণী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ,চৈতালি সতপতি , সৌরভ বৈরাগ্য , কল্পতরু,ভাগ্য রুহিদাস্ সহ অন্যান্য ব্যাক্তিত্বগণ্। রবিবার সকাল থেকেই কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছিল , তবু হ্যাপি স্ট্রীটে প্রচুর ভিড় ছিল , সি আই এস এফ ' এর জয়ওয়ানেরা ব্যায়ামে ব্যস্ত, কয়েকজন শিল্পী গানে মত্ত, কেউ নৃত্যে , বয়স্করা হা হা হাসির মাধ্যমে তাঁদের উপস্থিতি জানাচ্ছিল, ফুটবল আকাদেমির ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। এসবের মাঝে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত করে্ ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী রইল। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তারা হলেন জয়দীপ সরকার, কুন্দন কুমার , এ কে অবিনাশ,সুভাস রজক , জয়ন্ত মল্লিক, সন্দীপ রায় চৌধুরী , শ্রাবণী রায় চৌধুরী, বিনোদ সিংহ , মহেশ প্রসাদ বার্মা, ফাল্গুনী ভট্টাচার্জ ,উজ্জ্বল এবং পত্রিকা প্রকাশের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করলেন পত্রিকার সম্পাদক দিলীপ বৈরাগ্য । সকল বোকারোবাসী এবং ঝাড়খণ্ড এর বাংলাভাষী মানুষদের্ ইংরাজী বছর ২০২৪ এর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন।

চান্ডিল বাঁধ ঃ ইংরেজি বছরের শেষ দিনে প্রকৃতিপ্রেমীদের জমেছে ভিড়

জামশেদপুরের কিতাড়িহের তিওয়ারি জির ঘোড়ায় চড়ে উপভোগ করছেন পর্যটকরা

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উৎসব শুরু হয়ে গেছে। দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন পর্যটনের গুরুত্ব এই এলাকায়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত চান্ডিল বাঁধ। বছরের শেষ দিনে প্রকৃতিপ্রেমীদের বিপুল ভিড়। এখানে এসে পর্যটকরা প্রকৃতির সান্নিধ্য অনুভব করেন। প্রতি বছর, গত বছরকে বিদায় জানাতে এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে, দূর দূরান্ত থেকে পর্যটকরা এই স্থানগুলিতে পৌঁছায় এবং প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা করে। যদিও সারা বছর মানুষ চান্ডিল বাঁধ পরিদর্শন করে, তবে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে প্রতিদিন প্রচুর পর্যটক ভিড় জমায়। পাহাড়ি উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদনদী ও প্রকৃতির অপরূপ স্থানগুলো দেখতে বেশ মনোমুগ্ধকর। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য সাত সাগর পাড় থেকে এক ঝাঁক সাইবেরিয়ান পাখি এসেছে এই বাঁধে। বাঁধের নীল জলে সাইবেরিয়ান পাখির খেলা পর্যটকদের আনন্দ দেয়। প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে হাজার পর্যটক চান্ডিল বাঁধের হৃদয় ছোঁয়া পরিবেশ দেখতে আসেন। নববর্ষকে স্বাগত জানাতে পর্যটকদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে চান্ডিল বাঁধ। বোটিং স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান নারায়ণ গোপ ঘোষণা দিচ্ছেন এবং পর্যটকদের সতর্ক করছেন। নারায়ণ গোপ জানান, পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে।

টেস্টে সর্বোচ্চ রান ও উইকেটে অস্ট্রেলিয়ানদের দাপট

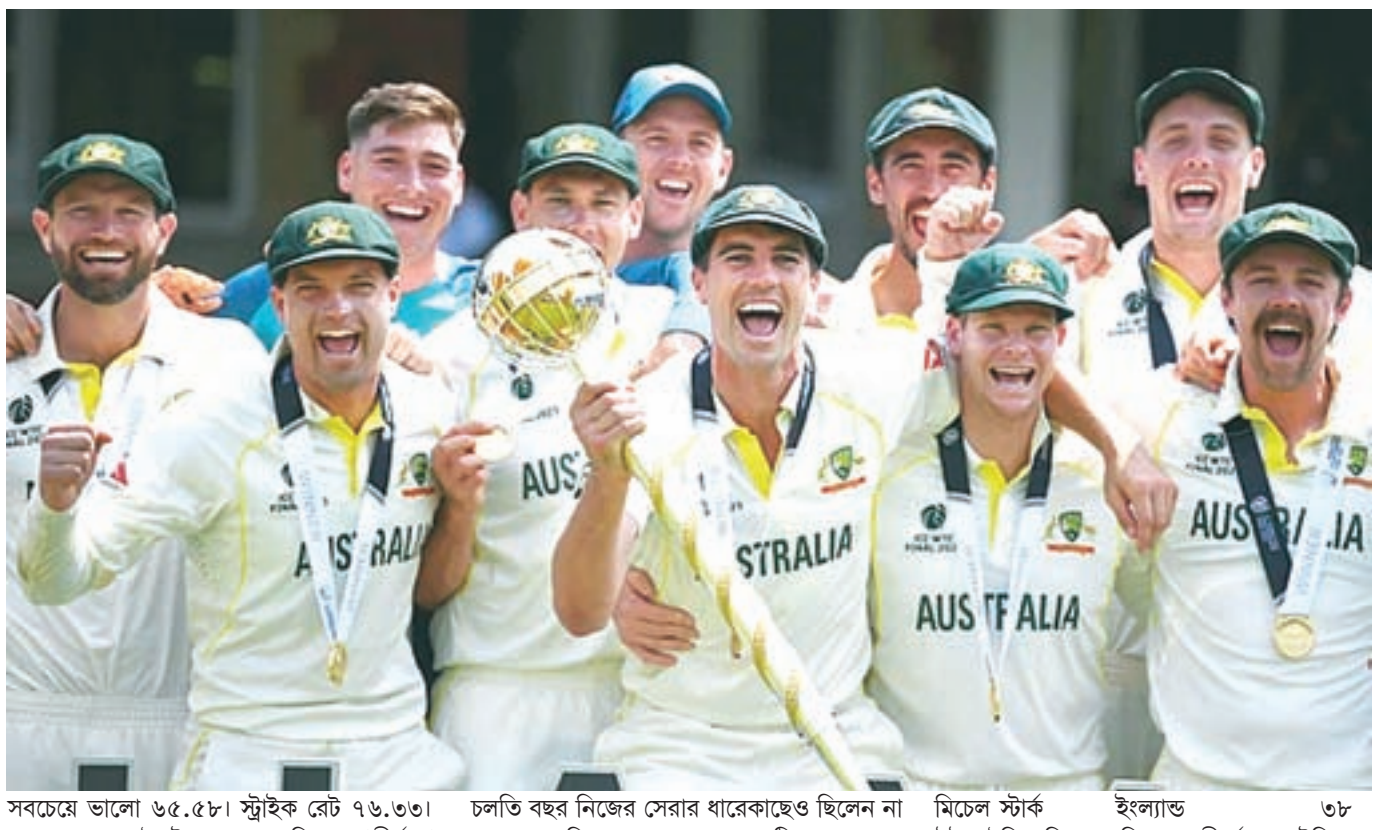

পর্থ ঃ বিদায় নিতে চলা ২০২৩ সালটা ছিল অস্ট্রেলিয়ার। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতা, সঙ্গে অ্যাশেজ ধরে রাখা কী করেনি প্যাট কামিন্সের দল! দলের এমন অর্জনের ছাপ স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে। টেস্টে চলতি বছরের শীর্ষ রান সংগ্রাহক ও শীর্ষ উইকেটশিকারির তালিকায়ও আছে অস্ট্রেলিয়ার দাপট। অস্ট্রেলিয়া এই বছর টেস্ট খেলেছে ১৩টি, যা চলতি বছরে সর্বোচ্চ। বাকি কোনো দেশ ১০টি টেস্টও খেলেনি।

২০২৩ সালে কোন দল কত টেস্ট খেলেছে

দল	ম্যাচ
অস্ট্রেলিয়া	১৩
ইংল্যান্ড	৮
ভারত	৮
নিউজিল্যান্ড	৭
শ্রীলঙ্কা	৬
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৬
পাকিস্তান	৫
বাংলাদেশ	৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪
আয়ারল্যান্ড	৪
জিম্বাবুয়ে	২
আফগানিস্তান	১

চলতি বছরে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের মালিক উসমান খাজা। ২৪ ইনিংসে ৫২.৬০ গড়ে খাজার রান ১২১০। শতক ৩টি, অর্ধশতক ৬টি। খাজার পরই নামটা স্টিভ স্মিথের। ২৪ ইনিংসে স্মিথের রান ৯২৯। গড় ৪২.২২। শতক ৩টি, অর্ধশতক ৩টি। এরপরই আছেন অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বকাপ ফাইনাল জেতানোর নায়ক ট্রাভিস হেড। ২৩ ইনিংসে হেডের রান ৯১৯। গড় ৪১.৭৭। হেড এই রান করেছেন ৭৫.৫৭ স্ট্রাইক রেটে। মারনাস লাবুশেন ৩৪.৯১ গড়ে ৮০৩ রান করে আছেন ৪ নম্বরে। ৫ নম্বরে আছেন ১৪ ইনিংসে ৮৮৭ রান করা জো রুট। বাকি সবার চেয়েই রুটের গড় সবচেয়ে ভালো ৬৫.৫৮। স্ট্রাইক রেট ৭৬.৩৩।

২০২৩ সালে টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান (শীর্ষ ৫)

ব্যাটসম্যান	দল	রান
উসমান খাজা	অস্ট্রেলিয়া	১২১০
স্টিভেন স্মিথ	অস্ট্রেলিয়া	৯২৯
ট্রাভিস হেড	অস্ট্রেলিয়া	৯১৯
মারনাস লাবুশেন	অস্ট্রেলিয়া	৮০৩
জো রুট	ইংল্যান্ড	৭৮৭

শীর্ষে থাকলেও লাবুশেন কিংবা স্মিথ কেউ এই পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট থাকার কথা নয়। ২০১৯ থেকে ২০২২ এই চার বছরে লাবুশেনের সর্বনিম্ন গড় ছিল গত বছর ৫৬.২৯। বোঝাই যাচ্ছে, চলতি বছর নিজের সেরার ধারেকাছেও ছিলেন না লাবুশেন। স্মিথের জন্যও ব্যাপারটি এমন। গত দুই বছর ৫০-এর বেশি গড়ে ব্যাট করেছেন স্মিথ। ওয়ানডের মতো টেস্টেও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক নাজমুল হোসেন। ৮ ইনিংসে ৫৫ গড়ে নাজমুলের রান ৪৪০।

২০২৩ সালে টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট (শীর্ষ ৫)

বোলার	দল	উইকেট
নাথান লায়ন	অস্ট্রেলিয়া	৪৭
প্যাট কামিন্স	অস্ট্রেলিয়া	৪২
রবিচন্দ্রন অশ্বিন	ভারত	৪১
স্টুয়ার্ট ব্রড	অস্ট্রেলিয়া	৩৮
মিচেল স্টার্ক	ইংল্যান্ড	৩৮

উইকেটশিকারির তালিকায় শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার নাথান লায়ন ও অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ১৭ ইনিংসে লায়নের উইকেট ৪৭টি, ১৯ ইনিংসে কামিন্সের ৪২টি। এরপর আছেন ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট ব্রড। অশ্বিনের উইকেট ১৩ ইনিংসে ৪১। ব্রড ১৬ ইনিংসে নিয়েছেন ৩৮ উইকেট। সমান ইনিংসে ৩৮ উইকেট নিয়েই তালিকার পঞ্চম স্থানে আছেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক। বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেট তাইজুল ইসলামের। ৮ ইনিংসে তাঁর উইকেট ২৬টি।

রোনালদোদের কাছে হারের পর বেনজেমা 'নিখোঁজ'

প্যারিস ঃ ৯ বছর রিয়াল মাদ্রিদে একসঙ্গে খেলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও করিম বেনজেমা। ইউরোপীয় ফুটবলের পাট চুকিয়ে দুজনই এ বছর পাড়ি জমিয়েছেন সৌদি আরবে। তবে সৌদিতে তাঁরা সতীর্থ নন। রোনালদো খেলছেন আল নাসরে আর বেনজেমা আল ইত্তিহাদে। গত বুধবার সৌদি প্রো লিগে মুখোমুখি হয়েছিল আল নাসর ও আল ইত্তিহাদ। ঘরের মাঠ জেদ্দার প্রিন্স আবদুল্লাহ আল ফয়সাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আল নাসরের কাছে ৫-২ ব্যবধানে হেরে যায় লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আল ইত্তিহাদ। দলের জয়ে রোনালদো জোড়া গোল করলেও বেনজেমা ছিলেন একেবারে নিষ্প্রভ। সৌদি সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, ওই ম্যাচের পর থেকে বেনজেমাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ৩৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও মুছে ফেলেছেন, যেখানে তাঁর ৭ কোটি ৬০ লাখ অনুসারী ছিল। ফুটবলারদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুসারীর সংখ্যার দিক থেকে বেনজেমার অবস্থান পাঁচে। রোনালদো, মেসি, নেইমার, এমবাপ্পের পরই বেনজেমাকে বেশি অনুসরণ করেন নেটিজেনরা। বৃহস্পতি ও শুক্রবার আল ইত্তিহাদের অনুশীলনেও আসেননি। হঠাৎ বেনজেমার 'উধাও' হয়ে যাওয়া নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে, তাহলে কি তিনি সৌদি আরব ছাড়তে চলেছেন? স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম দিয়ারিও এএস তাদের এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও ২০২৪ সালেই আল ইত্তিহাদ ছাড়তে পারেন বেনজেমা। স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কা ও ফরাসি ক্রীড়া দৈনিক লে'কিপ জানিয়েছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্লাবের কাছ থেকে তিন দিন ছুটি চেয়ে নিয়েছেন বেনজেমা। সংবাদমাধ্যম দুটির দাবি, পায়ের চোটে পড়েছেন বেনজেমা। আল ইত্তিহাদের চিকিৎসা বিভাগের পরামর্শ মেনেই তিনি অনুশীলনে যাননি। সৌদি প্রো লিগে ২০২২-২৩ মৌসুমে বেনজেমাকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আল ইত্তিহাদ। ক্লাবটির সমর্থকেরা হয়তো ভেবেছিলেন, বেনজেমার মতো তারকা আসায় তাদের শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনা আরও বাড়বে। কিন্তু ঘটতে যাচ্ছে উল্টোটা। ২০২৩-২৪ মৌসুমের অর্ধেক পেরোতেই শিরোপার লড়াই থেকে ছিটকে গেছে আল ইত্তিহাদ। ২৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে তালিকার ৭ নম্বরে। শীর্ষে থাকা আল হিলালের পয়েন্ট ৫৩। ৪০ দিনের বিরতিতে যাওয়া প্রো লিগে প্রতিটি দলের আরও ১৫টি করে ম্যাচ বাকি। এই ১৫ ম্যাচে আল হিলালের সঙ্গে ২৫ পয়েন্ট ব্যবধান ঘুচিয়ে আল ইত্তিহাদের শীর্ষে উঠে আসা এককথায় অসম্ভব বলা যায়। দল ভালো করতে না পারলেও বেনজেমা খুব একটা খারাপ করছেন না। লিগে ১৫ ম্যাচে ৯টি গোল করেছেন, ৫টি গোলে সহায়তা করেছেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২০ ম্যাচে তাঁর গোল ১২টি। তবে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছেন না। বেনজেমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আছে। সৌদির মানুষ ও ক্লাবের সমর্থকদের সঙ্গে নাকি মিশতে চান না। এ নিয়ে সম্প্রতি সৌদির জনপ্রিয় সাংবদিক ওয়ালিদ আল ফারাজ বলেছেন, 'বেনজেমার সঙ্গে জনগণের দূরত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে।'

এক রেফারির অভিজ্ঞতায় মেসি রোনালদো যেমন

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এখন ভিন্ন দুই ভুবনের বাসিন্দা। মেসি খেলেন মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে আর রোনালদো খেলছেন সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসরে। প্রীতি ম্যাচ ছাড়া দুজনের তাই দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে এখনো নানা কারণে একসঙ্গে উচ্চারিত হয় মেসি ও রোনালদোর নাম। এবার যেমন মাঠে দুজনের আচরণের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে রেফারি সাইদ মার্তিনেজের মুখে। হন্ডুরাসের এই রেফারি মেসি ও রোনালদো মাঠে কেমন আচরণ করেন, সেই তুলনা টেনেছেন।

হন্ডুরাসের অন্যতম সেরা রেফারি হিসেবে বিবেচিত হওয়া মার্তিনেজ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে রেফারির দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপও আছে। পাশাপাশি মেসি ও রোনালদোর খেলা ম্যাচও পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। এ কারণে মাঠে খুব কাছ থেকেই এ দুজনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম দিয়ারিও এএসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্তিনেজ বলেছেন, 'তারা একেবারেই আলাদা ব্যক্তিত্ব। কিন্তু দুজনই মহান খেলোয়াড়। আমি মনে করি না তারা একজন আরেকজনের চেয়ে সেরা।'

দুজনের শ্রেষ্ঠত্বকে দাঁড়িপাল্লায় মাপতে না চাইলেও তাঁদের সামলানোর অভিজ্ঞতা যে একই রকম নয়, তা অবশ্য ঠিকই বুঝিয়ে দিয়েছেন মার্তিনেজ। তিনি বলেছেন, 'মেসির বিরুদ্ধে রেফারিং করা খানিকটা আরামের। সে এমন একজন, যে বল নিয়ে খেলে এবং অন্য যেকোনো বিষয়ের চেয়ে খেলাতেই বেশি মনোযোগ দেয়। অন্য দিকে রোনালদো কাউকে অসম্মান না করলেও তার মধ্যে আবেগ দেখানোর প্রবণতা একটু বেশি। তবে তাদের ম্যাচ পরিচালনা করা বিশেষভাবে গৌরবের ব্যাপার, যা কিনা যে কেউ পেতে চাইবে। আর ফ্রি কিক থেকে এ দুজনকে গোল পেতে দেখা এমন কিছু, যা আমি কখনো ভুলতে পারব না।'

মেসির সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে মার্তিনেজ আরও বলেছেন, 'মেসির সঙ্গে ম্যাচের আগেই আমরা হাত মেলাই। আমি তাকে স্বাগত জানাই এবং সে আমাকে ধন্যবাদ দেয়। আর ম্যাচ শেষে তার নাম ধরে স্লোগান দেওয়ার বিষয়টিও আমি মনে করতে পারি। সে তখন আমার সঙ্গে হাত মেলাতে আসে, আমি যা সব সময় মনে রাখব।'

রোনালদোর সঙ্গে মার্তিনেজের অভিজ্ঞতা অবশ্য খানিকটা উত্তাপেরই, 'ক্রিস্টিয়ানোর সঙ্গে আমার গল্প হচ্ছে তাঁর অভিযোগ শোনার। কারণ, আমি তার দুটি গোল বাতিল করেছি। এমনকি সে ভিএআরকেও বিশ্বাস করে না। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর আগে আমি তাকে ডাকি এবং বলি যে সে যেভাবে আমার ওপর চড়াও হয়েছিল, তা আমার ভালো লাগেনি। সে স্বীকার করে যে ভুল করেছিল এবং আমার সঙ্গে একমতও। এরপর সে খেলায় মনোযোগ দেয় এবং ফ্রি কিক থেকে অসাধারণ এক গোল করে দলকে জিতিয়ে দেয়।'

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ

জেনেভা ঃ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইউক্রেন জুড়ে রাশিয়ার সবচেয়ে ব্যাপক বিমান হামলার বিষয়ে শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বৈঠক করেছে। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানান ওই বিমান হামলায় রাশিয়া ইউক্রেনে ১২২টি ক্ষেপণাস্ত্র ও কয়েক ডজন ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। ।

এর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্যমিত্রো কুলেবা বলেছেন, হামলার পরে ইউক্রেন ও জাতিসংঘের অন্য ৩৬টি সদস্য রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের জন্য অনুরোধ করেছিল। ওই হামলায় বহু বেসামরিক লোকের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে।

রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় অন্তত ৩১ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ১৬০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ মনে করছে, অন্যরা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। তারা জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি এক্স (পূর্বনাম টুইটার)-এ তার এক পোস্টে বলেন, আজ রাশিয়া তার অস্ত্রাগারের প্রায় সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছেঃ 'কিন্ডজালস', এস-থার্টি, ক্রুজ মিসাইল এবং ড্রোন... ইউক্রেনের ওপর মোট ১১০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যেগুলোর বেশিরভাগই গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, রাশিয়া একটি প্রসূতি হাসপাতালকে

লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালিয়েছে।

কিয়েভ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর খারকিভ, পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লেভিভ, পূর্বাঞ্চলীয় শহর ডিনিপ্রো ও জাপোরিঝিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব বন্দর শহর ওডেসাতে সরকারি ভাবে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনসহ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে। তারা এটিকে ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধে রাশিয়ার গতি ফিরে পাওয়ার একটি মরিয়া ও নিরর্থক প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছে।

জাতিসংঘে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত বারবারা উডওয়ার্ড নিরাপত্তা পরিষদে বলেন, তারা সফল হবে না।

.জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও রাশিয়ার হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। তার মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিচ এক বিবৃতিতে একথা জানান।

দুজারিচ বলেন, বেসামরিক নাগরিক এবং বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর হামলা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের লঙ্ঘন, এটি অগ্রহণযোগ্য এবং অবিলম্বে শেষ হওয়া উচিত।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী বলছে আফগান সীমান্তের কাছে ৫ জন 'সন্ত্রসী' নিহত

খাইবার পাখতুনখোয়া ঃ শনিবার পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বলেছে, তাদের বাহিনী আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী একটি অস্থিতিশীল অঞ্চলে একটি 'সন্ত্রাসী' আস্তানায় অভিযান চালিয়েছে এবং পরবর্তীতে বন্দুকযুদ্ধে পাঁচজন জঙ্গিকে হত্যা করেছে। সেনাবাহিনীর মিডিয়া উইং এক বিবৃতিতে বলেছে, খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের জঙ্গি হামলার শিকার উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলায় রাতভর গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলার সাথে জড়িত একজন গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গি কমান্ডারও নিহত হয়েছে। সেনাবাহিনী গোষ্ঠীটির নাম জানায়নি, তবে রাষ্ট্রবিরোধী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপি বলেছে, তাদের আস্তানায় অভিযান চালানো হয়েছে। তারা তাদের চারজন সদস্যের নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো টিটিপির এক বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, অভিযান চালানো সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করা হয়েছে। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের কিছু অংশ মারাত্মক জঙ্গি হামলার সম্মুখীন হয়েছে। প্রধানত সৈন্য ও পুলিশকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়। টিটিপি এই হামলার দায় স্বীকার করে। টিটিপিকে বেশিরভাগ সহিংসতার জন্য দায়ী করা হয়। প্রাদেশিক সন্ত্রাস দমন বিভাগ শুক্রবার তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে

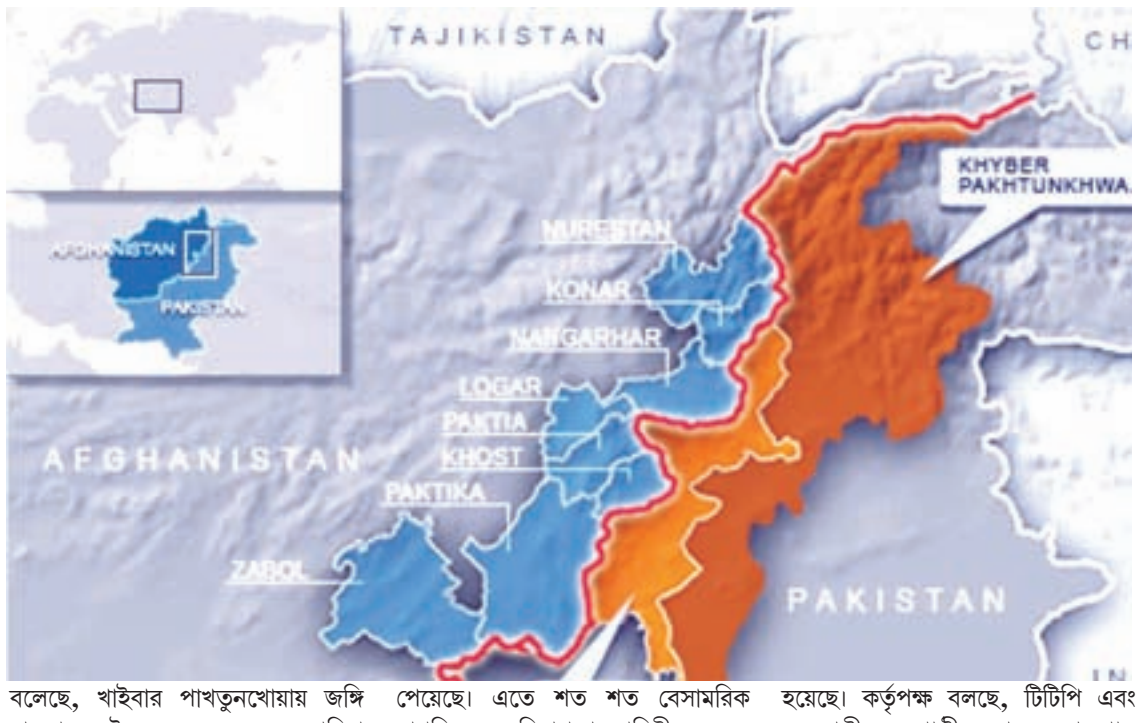

বলেছে, খাইবার পাখতুনখোয়ায় জঙ্গি হামলায় এই বছর ১৮৫ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত এবং ৪০০ জন আহত হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, একই সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী ৩০০ জন জঙ্গিকে হত্যা করেছে এবং ৯০০ জনের বেশি মানুষকে বন্দী করেছে। আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশেও এই বছর টিটিপি এবং জাতিগোষ্ঠীগত বেলুচ বিদ্রোহীদের আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে শত শত বেসামরিক নাগরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী শুধুমাত্র ২০২৩ সালে দেশব্যাপী জঙ্গি হামলা এবং বিদ্রোহ দমন অভিযানে তাদের প্রায় ৩০০ জন কর্মকর্তা ও সেনার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছে। এই মাসের শুরুতে জঙ্গিরা একটি সেনা ঘাঁটিতে হামলা চালায় এবং পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক হামলায় কমপক্ষে ২৩ জন মানুষ নিহত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, টিটিপি এবং সহযোগী গোষ্ঠীগুলো আফগান অভয়ারণ্য থেকে সহিংসতার পরিকল্পনা করছে। যুক্তরাষ্ট্র টিটিপিকে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। ইসলামাবাদ বলে আসছে, দুই বছর আগে আফগানিস্তানে ইসলামপন্থী তালিবান পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাকিস্তানে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

টুকরো খবর

তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা বেইজিংয়ের সাথে শান্তির উপর জোর দিয়েছেন

তাইওয়ান (এজেন্সী) ঃ তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা বেইজিংয়ের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। স্বশাসিত ওই দ্বীপে ১৩ জানুয়ারীর নির্বাচনকে যুদ্ধ এবং শান্তির মধ্যে একটি বেছে নেয়া হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং নিজের অঞ্চল বলে দাবি করা জায়গাটির উপর হয়রানি বাড়িয়েছে। ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক পিপলস পার্টির সামনের সারির প্রতিযোগী, বর্তমানে তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট লাই চিংতে শনিবার একটি টেলিভিশন বিতর্কে বলেছেন তিনি বেইজিংয়ের সরকারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত। তবে বেইজিং সরকার তার বা প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েন এর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করেছে। বেইজিং আরও চীন-বান্ধব জাতীয়তাবাদী, বা কুওমিনতাং পার্টির প্রার্থীকে সমর্থন করে এবং লাই ও সাইকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে সমালোচনা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে তাইওয়ানের উপর চীনা আক্রমণকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ এনেছে। ১৯৪৯ সালে গৃহযুদ্ধের মধ্যে তাইওয়ান চীন থেকে বিভক্ত হয়, কিন্তু বেইজিং তাইওয়ানের উচ্চ প্রযুক্তির অর্থনীতি সহ ২ কোটি ৩০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দ্বীপটিকে চীনা অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করে চলেছে এবং প্রয়োজনে সামরিক শক্তি দ্বারা সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার হুমকি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় চীনের সঙ্গে উত্তেজনা প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। চীন প্রায় প্রতিদিনই দ্বীপের কাছাকাছি সামরিক জেট এবং জাহাজ পাঠিয়ে সামরিক চাপ বাড়াচ্ছে। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এই মাসে তাদের অঞ্চলে চীনা বেলুনগুলি উড়ার কথা জানিয়েছে , যা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাইওয়ানকে নিয়ে মতপার্থক্য , যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের একটি প্রধান বিষয় । তাইওয়ানকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করতে যুক্তরাষ্ট্রের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। লাই, যিনি বেশিরভাগ মতামত জরিপে শীর্ষে রয়েছেন - নির্বাচিত হলে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বিতর্কের সময় বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাইওয়ান প্রণালীর উভয় দিকে সমতা এবং মর্যাদা থাকবে, তাইওয়ানের দরজা সবসময় খোলা থাকবে। তাইওয়ান প্রণালীর উভয় পাশের জনগণের মঙ্গলের জন্য আমি চীনের সাথে বিনিময় ও সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। লাই বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উপলব্ধি করেছে চীন তাইওয়ান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য হুমকি সৃষ্টি করেছে । আসলে, সবাই ইতোমধ্যে প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত। আমাদের উচিত শান্তি নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও সহযোগিতা করা। কুওমিনতাং প্রার্থী হাউ ইউ-ইহও বলেছেন যে তিনি বেইজিংয়ের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক চান।

দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনা, আসিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের উদ্বেগ

বেইজিং ঃ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক ব্লক আসিয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা শনিবার দক্ষিণ চীন সাগরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন এই উত্তেজনার কারণে আঞ্চলিক শান্তি হুমকির মুখে পড়তে পারে এবং তারা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যেশান্তিপূর্ণ সংলাপের আহ্বান জানান। আসিয়ানের শীর্ষ কুটনীতিকরা এক বিবৃতিতে বলেন, দক্ষিণচীন সাগরের সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহের প্রতি আমরা উদ্বেগের সাথে নজর রাখছি, যা কীনা এই অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে খর্ব করতে পারে। এই বিবৃতিটি এমন এক সময়ে এলো যখন এই সাম্প্রতিক মাসগুলোতে চীন ও ফিলিপাইন একাধিক বার সামুদ্রিক সীমা লংঘনের জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করেছে এবং ম্যানিলা বলেছে যে কুটনৈতিক প্রচেষ্টাগুলি ভুল দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে তারা তাদের পথ পরিবর্তন করবে। চীন এই অভিযোগকে , বাড়িয়ে বলা বলে অভিহিত করে এবং বলে যে বার বার ফিলিপাইনের উস্কানি ও হয়রানিকে তারা ছাড় দিবে না। আসিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও, বিবাদ বৃদ্ধি করতে পারে কিংবা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে এমন ধরণের আচরণের ব্যাপারে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন , আমরা এমন শান্তিপূর্ণ সংলাপের গুরুত্বের বিষয়ে জোর দিয়ে বলছি যে সংলাপ নৌ চলাচল এলাকায় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও সহযোগিতায় গঠনমূলক অবদান রাখতে পারে। আসিয়ান ও চীন দক্ষিণ চীন সাগরে একটি আচরণ বিধির বিষয়ে কাজ করেছে। ২০০২ সালে সেই পরিকল্পনা নেয়া হয় । এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সকল পক্ষের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এ ব্যাপারে অগ্রগতি হয়েছে খুব ধীর গতিতে। এই আচরণবিধির উপাদানগুলি এখনও ঠিক করা হয়নি কারণ আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিছু বাধ্যতামূলক নিয়ামাবলীর প্রতি চীনের সদিচ্ছা সম্পর্কে কিছু উদ্বেগ রয়েছে। চীন 'নাইন-ড্যাশ-লাইন বরাবর দক্ষিণ চীন সাগরের অধিকাংশটি দাবি করছে যা চীনের মুল ভূমির ৯০০ মাইল অবধি প্রসারিত। এই দীর্ঘ পথ ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, মালায়েশিয়া, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের নিজস্ব অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গেছে। চীন শুক্রবার তার নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান দং জুনকে তার নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে নিয়োগ দিয়েছে। তিনি এর আগে সেই কমান্ডের ভাইস কমান্ডার হিসেবে কাজ করেছেন যেটি দক্ষিণ চীন সাগরে তৎপর।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
01:01:2024
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

নির্বাচনে নারী প্রার্থী, কী বিবেচনায় রাখে ভোটার ও দলগুলো

ঢাকা ঃ রাজধানী ঢাকার কাছের একটি জেলা গাজীপুর। এ জেলার পাঁচটি আসনের মধ্যে তিনটিতেই এবার ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম গাজীপুর৩ শ্রীপুর আসন। প্রথমবারের মতো এ আসনে কোন নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে দলটি। বর্তমান সংসদ সদস্যসহ মনোনয়নপ্রত্যাশী পাঁচ প্রার্থীর মধ্যে একজন নারী প্রার্থী রুমানা আলীকে বেছে নিয়েছে দলটি। এই পাঁচজনের মধ্যে রুমানার বড় ভাই ও প্রার্থী ছিলো। রুমানা এর আগে দলটির সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য ছিলেন। ক্ষমতাসীন দল

আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী রহমত আলীর মেয়ে রুমানা। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের সরাসরি মনোনয়নের সংখ্যা বরাবরই কম হলেও আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন এবার অতীতের তুলনায় বেড়েছে। যদিও পুরুষের তুলনায় তাও মাত্র পাঁচ শতাংশ। এবারের নির্বাচনে ৩০০ আসনে এক হাজার ৮৯৫ জন প্রার্থী রয়েছেন, যাদের মধ্যে ৯৪ জন নারী।।

২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক যে ১০টি ঘটনা আলোচনায় ছিল

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী)ঃ দুই হাজার তেইশ সালে অনেকগুলো ঘটনা বা ইস্যু সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। কিছু ঘটনার প্রভাব পড়েছিল বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। এরকম ১০ টি বিষয় এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হলো।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০২৩ সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যায় ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং এরপর গাজায় ইসরায়েলের পাল্টা আক্রমণের ঘটনা। ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় হামলা চালায় হামাস। রকেটের পর রকেট হামলা ছাড়াও হামাস যোদ্ধারা শক্তিশালী সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। ইসরায়েলের ১২০০ জন নিহত হয়, ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়। প্রশ্ন ওঠে ইসরায়েলের সুনিপুণ নিরাপত্তাব্যবস্থা ও গোয়েন্দা তৎপরতা নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু শুরু করেন তার নিজের ভাষায় 'ভয়ংকর প্রতিশোধ।'

ইসরায়েল এরপর গাজায় পাল্টা হামলা করতে শুরু করে। পরের তিনমাস জুড়ে ইসরায়েল গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

গাজার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এসব হামলায় এখন পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ২১ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

মাঝে এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি হয়। হামাসের হাতে বন্দি ১১০ জনকে মুক্তি দেয়া হয়। ইসরায়েলে বন্দী ২৪০ জন ফিলিস্তিনিকেও মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু এর এরপর আবারও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল।

গাজায় ১৯ লাখ বা প্রায় ৮৫ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে জানাচ্ছে জাতিসংঘ। ফিলিস্তিনিরা এটিকে আরেক 'নাকবা' বা মহাবিপর্যয়ের সাথে তুলনা করছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে জোরালো সমর্থন জানালেও ব্যাপক সংখ্যক বেসামরিক নাগরিক মৃত্যুতে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়েছে সেদিকেও। ওদিকে সৌদি আরবের সাথে ইসরায়েলের একটা সম্পর্ক তৈরি হওয়ার মতো পরিস্থিতি ভেস্তে যাওয়ায় এই হামলার পেছনে ইরানের সম্পৃক্ততার অভিযোগও ওঠে।

জাতিসংঘ, আরব বিশ্ব থেকে শুরু করে প্রায় সবাই সাধারণ জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতিতে নিন্দা জানিয়ে আসছে। গাজায় যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে পাস হলেও এখনো যুদ্ধ বন্ধ হয়নি।

ভূমিকম্প - তুরস্ক, সিরিয়া, মরক্কো

২০২৩ সালে বেশ কিছু ভূমিকম্পের ঘটনা উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। এর মাঝে সবচেয়ে আলোচিত তুরস্ক সিরিয়া এবং মরক্কোর ভূমিকম্পের ঘটনা।

৬ই ফেব্রুয়ারি সিরিয়া তুরস্ক সীমান্তের কাছে প্রায় ১০০ কিলোমিটার ধরে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। যার কারণে ভবনগুলোতে মারাত্মক ক্ষতি হয়। তুরস্ক ও সিরিয়া মিলে মৃত্যু হয় ৫০,০০০ এর বেশি মানুষের, গৃহহীন হয় লাখো মানুষ।

বহু ভবন ধ্বসে মাটির সাথে মিশে যায় এ ভূমিকম্পে

যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার জন্য বিষয়টি আরও বেশি কঠিন হয়ে যায় কারণ বিধ্বস্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলটি ছিল বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত যেটি ভূমিকম্পে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল দেশটি।

পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকটি আফটারশক চলতে থাকে, যার মধ্যে দুটির মাত্রা ছিল ৬.৮ ও ৫.৮। আর মরক্কোতে ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে ৮ই সেপ্টেম্বর রাতে। মৃত্যু হয় প্রায় ৩০০০ মানুষের। ক্ষতিগ্রস্তদের একটা বড় অংশ দুর্গম এলাকায় হওয়ায় উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ পৌঁছাতে বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ মেদিনার বিভিন্ন অংশ এবং অন্যতম ঐতিহাসিক পর্যটন আকর্ষণ কুতুবিয়া মসজিদের মিনারও।

এর প্রায় একমাস পরে সাতই অক্টোবর আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে ৬.৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত করে, যাতে দুই হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়।

ইউক্রেন যুদ্ধ

ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর পূর্ণ হয়। তবে যুদ্ধের খবর ততদিনে কিছুটা পুরনোই হয়ে এসেছে বিশ্বজুড়ে। তবে বড় আলোচনা সৃষ্টি হয় জুন মাসে রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করা ভাড়াটে ওয়াগনার বাহিনীর বিদ্রোহের ঘটনায়।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র, ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর সমালোচনা আগে থেকেই করে আসছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার ভেতরে সরাসরি বিদ্রোহকে 'পিঠে ছুরিকাঘাত' বলে বর্ণনা করেন মিঃ পুতিন।

একটি সমঝোতার মধ্য দিয়ে মুখোমুখি অবস্থার অবসান হলেও এরপর থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে আর দেখা যায়নি মিঃ প্রিগোশিনকে। মিঃ প্রিগোশিন প্রতিশোধের শিকার হতে পারেন বলে জুলাই মাসে উল্লেখ করে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ।

তবে তিনি আবারও খবরের শিরোনাম হন ২৪শে অগাস্ট, যখন তাকে বহনকারী বিমানটি দুর্ঘটনায় পড়ে তার মৃত্যু হয়। বিমান বিধ্বস্তের পেছনে ক্রেমলিনের হাত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে, যদিও তা অস্বীকার করেছে রাশিয়া।

তবে আগের বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ সবচেয়ে বড় প্রভাব সৃষ্টি করেছে বিশ্বের অর্থনীতিতে। বিশ্ব বাণিজ্যের সাথে সাথে প্রায় বেশিরভাগ দেশের অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় বাড়তি চাপের।

পশ্চিমা মিত্ররা একসময় ইউক্রেনকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে আসছিল, এবছর তারাও ইউক্রেনের যুদ্ধে জয়ের বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে।

তবে ধুঁকতে থাকা ইউক্রেন যুদ্ধ যেন আরেকটি বড় ধাক্কা খায় হামাস ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। নতুন এ যুদ্ধ সবার মনোযোগের কেন্দ্রে চলে আসে। ইউক্রেন যুদ্ধ এখনো চলছে, আরও কতদিন চলবে বা কীভাবে শেষ হবে তা এখনো অনিশ্চিত।

টাইটানডুবি

টাইটানিকের ধ্বংসস্তূপ দেখতে ১৮ই জুন উত্তর আটলান্টিকের গভীর তলদেশে পাড়ি দিয়ে নিখোঁজ হন পাঁচজন আরোহী। ওশেনগেট কোম্পানির টাইটান নামে ছোট সে ডুবোযানটি সাগরে ডুব দেয়ার এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিট পরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বিপজ্জনক এবং ব্যয়বহুল এ অভিযানে ওশেনগেটের প্রধান নির্বাহীসহ যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত ধনাঢ্য। গভীর সাগরের অন্ধকার ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতার মধ্যে খোঁজ চলতে থাকে।

বিষয়টি গোটা বিশ্বে কৌতূহল ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন মেলে। জানা যায় সাগরে ডুব দেবার ৯০ মিনিট পর ১২,৫০০ ফুট নিচে । জলের প্রচণ্ড চাপে টাইটান ধ্বংস হয়ে যায়। মানব দেহাবশেষের চিহ্নও মেলে সেখানে।

ভারত কানাডা দ্বন্দ্ব

কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের একটি শিখ মন্দিরের বাইরে ১৮ই জুন গুলি করে হত্যা করা হয় কানাডার শিখ নেতা হারদিপ সিং নিজ্জারকে।

তবে এটি বড় ঘটনায় রূপ নেয় যখন এই হত্যার পেছনে ভারত সরকারের হাত থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো।

১৮ই সেপ্টেম্বর কানাডার হাউজ অব কমন্সের সভায় মি. ট্রুডো বলেন, কানাডার গোয়েন্দা সংস্থা মি. নিজ্জারের হত্যার সাথে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার 'বিশ্বাসযোগ্য' প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে।

এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় ভারতে। অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে ভারত এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে দাবি করে। একই সাথে ভারতের নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরুপ 'খালিস্তানি সন্ত্রাসী ও চরমপন্থিদের' আশ্রয় দেয়ার অভিযোগ তোলে কানাডার বিরুদ্ধে।

সম্পর্কের অবনতি ঘটে দুই দেশের মধ্যে।

তবে ডিসেম্বর মাসে নতুন অভিযোগ আসে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে।

স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 'খালিস্তান আন্দোলনে' থাকা মার্কিন নাগরিক গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয় দিল্লির বিরুদ্ধে। দিল্লি এটিও অস্বীকার করে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ তোলার পরে ভারতের দিক থেকে কিছুটা সংযমী বক্তব্য পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন মিঃ ট্রুডো।

কানাডার সাথে টানাপোড়েন কেটে যাওয়ার মতো বিশেষ কিছু না ঘটলেও আমেরিকার সাথে সম্পর্কে কোনও প্রভাব পড়বে না বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রেকর্ড তাপমাত্রা

এ বছরের জুলাই মাসে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে। ইউরোপীয় জলবায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র কোপার্নিকাসের হিসেব অনুযায়ী এ বছরের ৬ই জুলাই গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা ছিল ১৭.০৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইতিহাসে এই প্রথম গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রির ওপর উঠেছে।

এবার তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা পার করেছে ইউরোপ আমেরিকার কিছু অঞ্চল যেখানে মানুষ শীতের সাথে বেশি অভ্যস্ত। ভয়াবহ দাবানলের ঘটনা ঘটেছে কানাডা, গ্রীস, চিলি, আমেরিকার হাওয়াইয়ের একটি দ্বীপে।

২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা উচ্চতম রেকর্ড ছুঁয়েছে যার একটা প্রধান কারণ ছিল 'এল নিনো' নামে প্রাকৃতিক আবহাওয়া চক্র।

অতি উত্তপ্ত এই বিশ্ব আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

সর্বোচ্চ জনসংখ্যা

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে এ বছর চীনকে ছাড়িয়ে গেছে ভারত।

উর্বরতার হার দুটি দেশেই কমছে, কিন্তু বলা হচ্ছে আগামী বছর থেকে চীনের জনসংখ্যা কমার সম্ভাবনা রয়েছে যেটা ভারতের ক্ষেত্রে লাগবে কয়েক দশক। জাতিসংঘ মনে করছে ২০৬৪ সালে সর্বোচ্চ হয়ে এরপর থেকে ক্রমে কমতে শুরু করবে ভারতের জনসংখ্যা।

জন্মহার কমাতে এক সন্তানের নীতিতে বেশ কড়াকড়ি করেছে চীন। দেরিতে বিয়ে উদ্বুদ্ধ করার মতো পদক্ষেপও ছিল। অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতার পরের ছয় দশকে ভারতের জনসংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে।

উভয় দেশের জনসংখ্যাই ১৪০ কোটির ওপরে এবং গত ৭০ বছর ধরে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বাস করে এ দুটি দেশেই। এখন বলা হচ্ছে চীনের জনসংখ্যা ১৪১ কোটি, ভারতের ১৪২ কোটি।

সৌদি ইরান সম্পর্ক, আরব লীগে সিরিয়া

এ বছরের আলোচিত একটি ঘটনা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দুই বৈরি দেশ ইরান আর সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এপ্রিল মাসে বৈঠকের ঘটনা যার মধ্যস্থতা করেছিল চীন।

সাত বছর পর দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে বৈঠক হয় এবং দুই দেশ তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে রাজি হয়। চীনের জন্য এটিকে একটি কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে দেখা হয়।

আবার মে মাসে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের আরব লীগে পুনরায় যোগদানও ছিল আলোচিত বিষয়। ২০১১ সালে নৃশংস গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেশটিকে এই আঞ্চলিক ফোরাম থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তখন থেকে প্রেসিডেন্ট আসাদ ঐ অঞ্চলে একঘরে হয়ে ছিলেন।

তবে সৌদি আরবের জেদ্দায় আরব লীগের সম্মেলনে তিনি যেভাবে প্রবেশ করেন এবং সৌদি যুবরাজ যেভাবে তাকে বরণ করে নেন সেটি সিরিয়ার যুদ্ধে তার বিজয়ের এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হয়।

রাজার অভিষেক

গত বছর ব্রিটেনের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী রাজশাসক রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর রাজা হন তার ছেলে চার্লস। আর তাঁর অভিষেকের অনুষ্ঠান ছিল এ বছরের ৬ই মে।

নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পালন করা হয় অভিষেক অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিকভাবে রাজমুকুট পরানো হয় রাজা চার্লসকে। রাজার অভিষেকের কিছুক্ষণ পরই তাঁর স্ত্রী ক্যামিলার অভিষেক হয় রানি হিসেবে। ৭০ বছর পর এসব রীতির পুনরাবৃত্তি দেখলো বিশ্ব। যুক্তরাজ্য ছাড়াও আরও ১৪টি দেশে তাকে রাজা হিসেবে মান্য করা হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বিশ্বের শীর্ষ কয়েকজন বিজ্ঞানী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, এটি একসময় হয়তো মানব প্রজাতির জন্য একটি হুমকি হয়ে উঠতে পারে

প্রযুক্তির জগতে ২০২৩ সালের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় বলা যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে। বিশেষত বছরের শুরু থেকেই চ্যাটজিপিটি ছিল বহুল আলোচিত এবং ব্যবহৃত অ্যাপলিকেশন।

চ্যাটজিপিটি সাধারণত যে কোনও প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে দেয়, চাইলে কোডিং, গান বা কবিতা লেখার কাজও করতে পারে।

তবে শুধু চ্যাটজিপিটি নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসার নিয়ে যেমন সম্ভাবনার দিক আছে, তেমন আছে ঝুঁকির দিকও।যেমন মানুষের জীবনযাপন, কাজকর্ম সহজ করা বা নির্ভুলভাবে কাজ করানোর সম্ভাবনার জায়গা রয়েছে। তবে একই সাথে রয়েছে অনেক কাজ হারানোর ঝুঁকি বা অপব্যবহারের ঝুঁকি।

যেমন ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহার একজনের ছবি যে কোনোভাবে অন্য কোনও ভিডিওতে বসিয়ে দেয়ার মত ঘটনা ঘটছে।

বিশ্বের শীর্ষ কয়েকজন বিজ্ঞানী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, এটি একসময় হয়তো মানব প্রজাতির জন্য একটি হুমকি হয়ে উঠতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসারের অনেক জায়গা রয়েছে সামনের বছরগুলিতে, সেই হিসেবে ২০২৩ সালকে এর উত্থানের গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে উল্লেখ করাই যায়।

গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরাইল

গাজা ঃ ইসরাইলের বাহিনী গাজায় উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা গাজার দক্ষিণাঞ্চলের শহর খান ইউনিসে রাতভর বিমান থেকে বোমা হামলা এবং ট্যাংক হামলা চালিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই শহরের দিকে ইসরাইলি বাহিনী এগিয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কার মধ্যে এই ভয়াবহ অভিযান চালানো হয়। এএফপি জানিয়েছে, তাদের একজন সাংবাদিক খান ইউনিস এবং রাফাহতে ক্রমাগত গোলাগুলির সংবাদ দিয়েছেন। মিশরের কাছে অবস্থিত রাফাহ'তে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি যুদ্ধ থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে।

বলেছেন, ইসরাইলের সেনারা গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে ইসরাইলি সেনাবাহিনী দ্বারা মনোনীত একটি পথ দিয়ে ফিরে আসার সময় একটি ত্রাণবাহী গাড়িতে গুলি চালায়। শুক্রবার ইউনিসেফ গাজায় কমপক্ষে ৬ লাখ ডোজ টিকা পৌঁছে দিয়েছে। ইউনিসেফ জানায়, অক্টোবরে ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যে লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে গাজার প্রায় ১৭ হাজার শিশুকে পোলিও এবং হামসহ তাদের নিয়মিত টিকা দেয়া যায়নি। কুয়েতি হাসপাতালের গণমাধ্যম কার্যালয় জানায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাফাহতে হামলায় একটি আবাসিক ভবন ধ্বংস হয় এতে কমপক্ষে

গাজার মধ্যভাগে নুসিরাত ক্যাম্পে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। ইসরাইলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে বেত লাহিয়ায় হামাসের দুটি প্রাঙ্গন ধ্বংস করা হয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছিল, ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ২০০ জন নিহত হয়েছে। এই ২৪ ঘন্টার মধ্যে গাজায় অসংখ্য হামলা সংঘটিত হওয়ার খবর আসে। জাতিসংঘের কর্মকর্তারা ইসরাইলি বাহিনীর গাজায় ত্রাণবাহী যানবহরকে লক্ষ্য করে হামলা চালানোর ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ'র পরিচালক টমাস হোয়াইট শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স এ (পূর্বনাম টুইটার)

২৩ জন নিহত হয়।

হামাস জঙ্গিরা ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালানোর পরে বারো সপ্তাহের হামলায় ইসরাইলের বাহিনী গাজার ছিটমহলের বেশিরভাগ অংশ ভূমির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। গাজার প্রায় ২৩ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ইসরাইলে হামাসের হামলায় ১২০০ জন নিহত হয়েছিল এবং ২৪০ জনকে হামাস জিম্মি করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে । ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

ইসরাইলের সেনাবাহিনী বলছে, তাদের ১৬৭ জন সেনা নিহত হয়েছে।

সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে বিমান হামলায় ইরানসমর্থিত ৬ জঙ্গি নিহত

সিরিয়া (এজেন্সী) ঃ ইরাকি মিলিশিয়া গ্রুপের দুই সদস্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন, শনিবার পূর্ব সিরিয়ায় ইরাকের সাথে একটি কৌশলগত সীমান্ত ক্রসিংয়ের কাছে রাতভর তিনটি বিমান হামলায় ইরানসমর্থিত ছয় জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। ইরানসমর্থিত ইরাকি জঙ্গিদের একটি গোষ্ঠী ইরাকের উত্তরাঞ্চলে ইরবিল শহরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার দাবি করার কয়েক ঘন্টা পরেই বোকামালের সীমান্ত অঞ্চলে হামলা হয়েছে। এই গোষ্ঠীটি ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স বা ইসলামিক প্রতিরোধ গোষ্ঠী নামে পরিচিত। ৭ অক্টোবর হামাস ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরাক ও সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানে একশর বেশি বার হামলা চালিয়েছে এই দলটি। নিহতদের মধ্যে চারজন লেবাননের শক্তিশালী হিজবুল্লাহ গ্রুপের এবং বাকি দুজন সিরিয়ান বলে জানিয়েছে জঙ্গিরা। তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছে কারণ সংবাদমাধ্যমের সাথে তাদের কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আরও দুজন আহত হয়েছেন বলে জানায় তারা। ওয়াশিংটন তাৎক্ষনিক ভাবে এই হামলা সম্পর্কে মন্তব্য করেনি, যদিও ঘোষণা করেছে যে গত দুই মাস ধরে হামলার বৃদ্ধির পরে ইরানসমর্থিত মিলিশিয়া অবস্থানে কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত সপ্তাহে রকেট হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের তিন সেনা আহত হওয়ার পর ইরানসমর্থিত ইরাকি গোষ্ঠীগুলোর ওপর হামলা চালানোর জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। উত্তেজনা বৃদ্ধি বাগদাদকে একটি নাজুক পরিস্থিতিতে ফেলেছে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল সুদানী তাকে ক্ষমতায় পৌঁছাতে সাহায্যকারী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চাপ কমানোর চেষ্টা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে ইরাকের বৈদেশিক রিজার্ভ রয়েছে।